NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ 'ফিরছে কলকাতার ট্রাম', সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় বার্তা পরিবহণমন্ত্রীর

সিআইডি অফিসার পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ ৩

কলকাতা ২৯ জুন ২০২৬ ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.06.2026, Vol. 20 Issue No.19, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

ব্রাজিল বনাম জাপান
(ভারতীয় সময় রাত ১০:৩০)

গতকালের ফলাফল

আর্জেন্টিনা -৩	জর্ডন- ১
আলজেরিয়া -৩	অস্ট্রিয়া- ৩

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

কন্টেনারে ডিজেল ক্রয়ে ছাড়

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কন্টেনার বা ব্যারেলে ডিজেল কেনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এবং জরুরি পরিষেবার সুবিধার কথা মাথায় রেখে রবিবার নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে করা এক পোস্টে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও জরুরি পরিষেবা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আমাদের সরকার সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবন, জরুরি পরিষেবা এবং রাজ্যের অর্থনীতি কোনও বাধা ছাড়াই যেন সুচারুভাবে এগোতে থাকে, তা নিশ্চিত করতে সর্বদা বদ্ধপরিকর।'

তিনি আরও জানান, সম্প্রতি কন্টেনারে বা পাত্রে ডিজেল সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় কৃষক, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন জরুরি পরিষেবা সমস্যার মুখে পড়েছিল। তাই জনস্বার্থে রাজ্য সরকার দ্রুত হস্তক্ষেপ করেছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আমরা প্রধান তেল কোম্পানিগুলোকে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, খাদ্য সরবরাহ, জনপরিষেবা এবং চা বাগানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে জ্বালানির বিধিনিষেধের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।' তিনি আরও জানান, এখন থেকে এই সব ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও গ্রাহকেরা কন্টেনার বা ব্যারেলে সহজেই ডিজেল কিনতে পারবেন। পাশাপাশি, প্রতিদিন ডিজেল কেনার সর্বোচ্চ সীমাও শিথিল করা হয়েছে।

রবিবারের পোস্টে তিনি আরও লেখেন, 'নির্ঝঞ্ঝাটভাবে ডিজেল পাওয়ার জন্য পাম্পগুলোতে শুধুমাত্র প্রাথমিক পরিচয়ের নথিপত্র দেখালেই চলবে।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে জানান, এই সিদ্ধান্তের ফলে কৃষিকাজ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য সরবরাহ, জনপরিষেবা এবং চা বাগানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে জ্বালানি সরবরাহ আরও সহজ হবে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে সেশেলসের সর্বোচ্চ সম্মান 'গার্ডিয়ান অফ দ্য ব্লু হরাইজন' তুলে দিচ্ছেন সেদেশের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনি।

মুকুটে নয়া পালক, এবার সেশেলসের সর্বোচ্চ সম্মানেও সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে আরও একটি নতুন পালকের সংযোজন। এবার সেশেলসের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য সেশেলসের সর্বোচ্চ সম্মান 'গার্ডিয়ান অফ দ্য ব্লু হরাইজন'-এ ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পুরস্কারটি সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশ-বান্ধব বা 'গ্রিন ভিশন'-এর প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং পরিবেশ-বান্ধব প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাপ্ত বিশ্বমানের সম্মাননাগুলোর মধ্যে এটি সর্বশেষ সংযোজন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার সেশেলসের ভিক্টোরিয়া স্টেট হাউসে সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন স্টেট হাউসে গার্ড অফ অনার গ্রহণ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে প্রতিনিধি-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেশেলসের রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে ভারত ও সেশেলসের মধ্যে মউ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। ভারত মহাসাগর শতাধীর পর শতাধী ধরে ভারত ও সেশেলসের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, রবিবার সেশেলস থেকে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'ভারত মহাসাগর শতাধীর পর শতাধী ধরে ভারত ও সেশেলসের মধ্যে সম্পর্ককে লালন করে এসেছে। এর জলরাশি আমাদের মধ্যে নিরন্তর বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও মানবিক সংযোগকে সচল রেখেছে। আমরা বিশ্বাস করি, ভারত মহাসাগর আমাদের সবার যৌথ আবাসস্থল এবং এর নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা আমাদের সকলের যৌথ দায়িত্ব। এই ভাবনা থেকেই আমাদের 'মহাসাগর' ভিশনের ভিত্তি গড়ে উঠেছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন ভারত-সেশেলস যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য আমি প্রেসিডেন্ট হারমিনির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের কাছ থেকে 'গার্ডিয়ানস অফ দ্য ব্লু হরাইজন' সম্মানে ভূষিত হওয়াটা আমার এবং ১৪০ কোটি ভারতবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। বিনম্রচিত্তে এই সম্মান গ্রহণ করার পাশাপাশি, আমি এটি সেইসব দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি যারা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় লড়াই করছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, দুই দেশের মধ্যকার দূরত্ব ঘোচাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি একটি কার্যকর মাধ্যম। আমরা ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ভারতের সফল অভিজ্ঞতা সেশেলসের সঙ্গে ভাগ করে নেব। আর আমি আনন্দিত যে, আজ সেশেলসে ইউপিআই চালুর লক্ষ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হচ্ছে।' মোদী আরও বলেন, 'আমি এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেশেলস সফর করছি, যখন দেশটি নিজস্ব স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে এবং ভারত ও সেশেলসের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কেরও ৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত পাঁচ দশকে আমরা বন্ধুত্বকে আস্থায়, আস্থাকে সহযোগিতায় এবং সহযোগিতাকে জনকল্যাণে রূপান্তরিত করেছি।'

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পেশের সম্ভাবনা আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরাখণ্ড, গুজরাত এবং অসমের পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকর করার পথে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সোমবারই সংক্রান্ত বিল পেশ করা হতে পারে। বিলটি বিধানসভায় পাশ হলে উত্তরাখণ্ড, গুজরাত ও অসমের পর পশ্চিমবঙ্গ হবে অভিন্ন দেওয়ানি আইন কার্যকর করা দেশের চতুর্থ বিজেপি-শাসিত রাজ্য। সরকারি সূত্রের দাবি, বিভিন্ন ধর্মের জন্য পৃথক ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক গ্রহণ, উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি বণ্টনের মতো দেওয়ানি বিষয়গুলিতে অভিন্ন আইনি কাঠামো গড়ে তোলাই এই বিলের মূল লক্ষ্য। রাজ্যের সামাজিক বাস্তবতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতামত বিবেচনা করেই বিলের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি।

বিজেপির মতে, সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। সরকারের দাবি, ধর্মভিত্তিক পৃথক দেওয়ানি আইনের পরিবর্তে একটি অভিন্ন আইনি ব্যবস্থা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তবে বিলটি বিধানসভায় পেশ হওয়ার আগেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

বিরোধীদের একাংশের মতে, এই ধরনের আইন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ফলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সব পক্ষের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। বিলটি বিধানসভায় উত্থাপিত হলে তা ঘিরে শাসক-বিরোধী তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিধানসভায় এখন তৃণমূলের দুই শিবির। ঋতব্রত ও কালীঘাট শিবির দু'পক্ষই এক্ষেত্রে বিলের সরাসরি বিরোধিতার পথে হাঁটবে, সেই সম্ভাবনা প্রবল। তবে কি ইউসিসি বিরোধিতার সোমবার ঝড় উঠতে চলেছে বিধানসভায়? সেই প্রশ্ন উঠেছে।

এই বিলটি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক এবং আইনি মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও বিলের পূর্ণাঙ্গ খসড়া এখনও প্রকাশ্যে আসেনি, তবু উত্তরাখণ্ডে কার্যকর হওয়া আইন এবং অন্য কয়েকটি রাজ্যের প্রস্তাবিত মডেল দেখে সম্ভাব্য বিধান নিয়ে বিভিন্ন মহলে

নানান জল্পনা চলছে। উল্লেখ্য, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এমন একটি আইন, যেখানে ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকের জন্য বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং ভরণপোষণের ক্ষেত্রে একই নিয়ম কার্যকর হবে। বর্তমানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্সি-সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য পৃথক ব্যক্তিগত আইন রয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে সেই ভিন্ন আইনের পরিবর্তে একটিই দেওয়ানি আইন কার্যকর হতে পারে। তবে ব্যতিক্রম আদিবাসী সমাজ।

রাজ্য সরকারের দাবি, সকলের জন্য একই আইন চালু হলে আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা সহজ হবে এবং ব্যক্তিগত আইনের বৈষম্যও কমবে। বিশেষ করে সম্পত্তিতে মেয়েদের সমান অধিকার, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে কার্যকর হওয়া ইউসিসি-তে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লিভ-ইন সম্পর্কে থাকলে তা নিবন্ধন করার নিয়ম রয়েছে। সেই সম্পর্কে জন্ম নেওয়া সন্তানকে বৈধ সন্তানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রেও ধর্মভেদে আলাদা নিয়ম রাখা হয়নি। অসমেও একই ধরনের আইন আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে এই বিল নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধিতার অবস্থান রাজ্যের বিরোধী শিবিরের। বিরোধীদের দাবি, ভারতের মতো বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশে একটিমাত্র ব্যক্তিগত আইন চালু করলে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নিজস্ব সামাজিক প্রথা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশেরও আশঙ্কা, তাদের ব্যক্তিগত আইন ও রীতিনীতির উপর এর প্রভাব পড়তে পারে।

নাম-প্রতীক কার, পুলিশে 'কালীঘাট তৃণমূল'

নিজস্ব প্রতিবেদনত্ব ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবস পালন নিয়ে শুধু নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক ব্যবহারকে কেন্দ্র করেও কালীঘাট ও ঋতব্রত শিবিরের বিরোধ আরও তীব্র হয়েছে। 'কালীঘাট তৃণমূল' অভিযোগ করেছে, 'ঋতব্রত তৃণমূল' দলের নাম ও প্রতীক ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই অভিযোগে তারা কলকাতার কালীঘাট, নিউটাউন, প্রগতি ময়দান এবং সাইবার ক্রাইম থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ দায়ের করেছে।

'কালীঘাট তৃণমূল'-এর অভিযোগ, 'তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, প্রতীক ও পরিচয় ব্যবহার করে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের বৈধ তৃণমূল হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। এটি আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।' অন্য দিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, 'প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব আমরাই করছি। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে, সেই সিদ্ধান্ত কমিশনই নেবে।'

এই টানাপোড়েনের মধ্যেই কলকাতার তপসিয়ার একটি ব্যাঙ্কোয়েট হলে শনিবার বৈঠক করে ঋতব্রত শিবির। সেখানে কলকাতা পুরসভার একাধিক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে যোগ দেন রাসবিহারীর প্রাক্তন বিধায়ক দেবাশিস কুমার। এছাড়াও অরূপ চক্রবর্তীর মতো আরও কয়েকজন প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিকে দেখা যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠকের মাধ্যমে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তির বার্তা দিতে চেয়েছে ঋতব্রত শিবির।

এদিকে, বিরোধ এখন ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের সমাবেশকেও ঘিরে। দলীয় সূত্রের খবর, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে আলাদা আলাদা আবেদন করেছে 'কালীঘাট তৃণমূল' এবং 'ঋতব্রত তৃণমূল'। দুই পক্ষই নিজেদেরই প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস বলে দাবি করেছে।

চুক্তি উড়িয়ে ফের যুদ্ধ শুরু ইরান-আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২৮ জুন: ইরানের একাধিক সামরিক নজরদারি পরিকাঠামোয় ফের হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার সেন্ট্রাল কম্যান্ড জানিয়েছে, বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্য বস্তুতে এই হামলা হয়েছে। ইরান অভিযোগ করেছে, আমেরিকা তাদের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভঙ্গ করেছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার লক্ষ্য বস্তুতে পাল্টা আক্রমণ করেছে বলে দাবি করেছে তেহরান। শনিবার ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ভাণ্ডারে হামলা চালায় মার্কিন সেনা। নিশানা করা হয় উপকূলীয় রাডার কেন্দ্রগুলিকেও। তার জবাব দিতেই রবিবার কুয়েত এবং বাহরিনের মার্কিন ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করে তেহরান।

শুধু হামলা নয়, ইরানকে ফের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ পোস্ট করে জানান, 'যুদ্ধবিরতি চুক্তি আবারও লঙ্ঘন করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মজুত করার স্থান এবং উপকূলীয় রাডার কেন্দ্রগুলিতে আঘাত হেনেছে! এমন এক সময় আসতে পারে যখন আমরা আর সংযত আচরণ করতে পারব না এবং অত্যন্ত সফলভাবে শুরু করা কাজটির সামরিক সমাপ্তি টানতে বাধ্য হব। যদি তেমনটা ঘটে, তবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের আর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না!'

যুদ্ধবিরতি চুক্তি আবারও লঙ্ঘন করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মজুত করার স্থান এবং উপকূলীয় রাডার কেন্দ্রগুলিতে আঘাত হেনেছে! এমন এক সময় আসতে পারে যখন আমরা আর সংযত আচরণ করতে পারব না এবং অত্যন্ত সফলভাবে শুরু করা কাজটির সামরিক সমাপ্তি টানতে বাধ্য হব। যদি তেমনটা ঘটে, তবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের আর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না!
— ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভারতীয় সময় রবিবার ভোর থেকেই ইরান-আমেরিকার মধ্যে কার্যত যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। ফের অশান্তির আগুনে পুড়ছে মধ্যপ্রাচ্য। এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনকে ফের হুমকি দিল তেহরান। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আমেরিকা এবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। একইসঙ্গে উপসাগরীয় দেশগুলিকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড (আইআরজিসি) একটি বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে আমেরিকা। তাদের সতর্কবার্তা, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত মউ লঙ্ঘন করলে চলমান সমস্ত কূটনৈতিক প্রক্রিয়া থমকে যাবে। মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার পরই কড়া বিবৃতিতে আমেরিকাকে হুমকি দেয় আইআরজিসি। তারা জানিয়েছে, সিরিকে আমেরিকা যে হামলা চালিয়েছে, তার জেরে হরমুজ প্রণালীতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হবে না। আগামী দিনে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি নরকযন্ত্রণার সম্মুখীন হবে।

শ্রেষ্ঠত্বের সাত-কাহন

জর্ডনের বিরুদ্ধে গোলের পর লিওনেল মেসির উল্লাস। এই গোলের মাধ্যমে বিশ্বকাপে টানা ৭ ম্যাচে গোল করার অনন্য কীর্তি গড়লেন মেসি। আর্জেন্তিনীয় মহাতারকা পেছনে ফেললেন ফ্রান্সের জা ফঁতে ও ব্রাজিলের জর্জিনহোর মতো কিংবদন্তিদের।

ফের আত্মনির্ভর ভারতের সওয়াল মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: 'মন কি বাত'-এর ১৩৫তম পর্বে রবিবার দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর ভারত, প্রতিরক্ষা, বিমান চলাচল, সামাজিক সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, যোগ, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং জনঅংশগ্রহণের নানা দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '২০২৬ সালের প্রথমার্ধ শেষ হতে চলেছে। গত ছয় মাস ধরে আমরা 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে আমাদের দেশবাসীর বহু সাফল্যের কথা আলোচনা করেছি। জুন মাসেও দেশ এমন কিছু সাফল্য অর্জন করেছে যা প্রতিটি নাগরিককে গর্বিত করে তোলে। এই সাফল্যগুলো দেশের নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতার সঙ্গে যুক্ত।'

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি অনুরোধ করেছিলাম, যেন তারা কিছুদিন যথাসম্ভব সোনা কেনা থেকে বিরত থাকেন। আমি দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে কৃতজ্ঞ; তাঁরা কেবল আমার আহ্বানে সাড়াই দেননি, বরং সর্বতোভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করছেন। অনেক পরিবার বার্তার মাধ্যমে আমার সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়েছেন। গাড়ি ভাগ করে চলা বা 'কারপুলিং'-এর বিষয়েও মানুষ তাঁদের নানা অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। যাঁরা আগে প্রতিদিন একই পথে নিজেদের গাড়িতে

যাতায়াত করতেন, তাঁরা এখন একসঙ্গে যাতায়াত শুরু করেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'অনেক পরিবার বার্তার মাধ্যমে আমার সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়েছে। বহু পরিবার এবার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য নতুন সোনা না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; প্রয়োজনে তারা পুরনো সোনা গলিয়ে নতুন গয়না তৈরি করবে। এমনকী, অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, তাঁরা এবার তাঁদের বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনাও স্থগিত রেখেছেন।'

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সম্প্রতি কলকাতায় নৌবাহিনী সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেখানে ভারতীয় নৌবাহিনীর বহরে আইএনএস দোনাগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস অগ্রয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হাওড়ার বাড়িতে সিটের তল্লাশি

ধৃত কালীচরণকে সঙ্গে নিয়েই অভিযানে তদন্তকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারাতলা: তারাতলার গুদাম বিপর্যয়ের তদন্তে এবার বড় পদক্ষেপ করল লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল। রবিবার ধৃত কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়েই হাওড়ায় তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর এদিনের তল্লাশিতে তদন্তকারীদের উদ্দেশ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল তথ্য বা আর্থিক লেনদেনের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা, তা খতিয়ে দেখা।

তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনার তদন্তে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে তিনি ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন। সেই সময়ের মধ্যেই তদন্তে নতুন সূত্রের খোঁজে তাঁর বাড়িতে পৌঁছয় সিট।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, কলকাতা পুরসভায় কালী না বললে কোনও প্ল্যান পাশ হয় না। কালীকে ধরলেই সব সত্য সামনে চলে আসবে। ওই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কালীচরণকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তদন্তকারী সংস্থার সন্দেহ, বেআইনি বা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকতে পারে। সেই কারণেই তল্লাশি থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি বা ইলেকট্রনিক তথ্য মিলতে পারে বলে

আশা করছেন তদন্তকারীরা। যদিও আদালতে সরকারি পক্ষের আইনজীবীরাও দাবি করেছেন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রভাবশালী আধিকারিক ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, তিনি একা কাজ করতেন না, একটি সংগঠিত চক্রের মাধ্যমে বেআইনি নির্মাণে ছাড়পত্র দেওয়ার কাজ চলত। সেই সম্ভাব্য চক্রের অন্য সদস্যদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এই তল্লাশি শুধু তার বাড়িতে অভিযান নয়, তারাতলা বিপর্যয়ের নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর দুর্নীতির যোগ ছিল কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দিকেও তদন্তকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল।

সিপিএম ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁচরাপাড়া ডাঙাপাড়ায় রেলের জমি জবরদখল খালি করার জন্য সম্প্রতি রেলের তরফে নোটিস দেওয়া হয়েছে। বস্তি ও হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সিপিএমের কাঁচরাপাড়া এরিয়া কমিটির তরফে শনিবার মিছিল করা হয়েছে। রবিবার রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এপ্রসঙ্গে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, সিপিএম ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। বিধায়কের কথায়, পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ হবে না। কিন্তু লোক দেখানোর জন্য লাল ঝান্ডা নিয়ে কিছু লোক মিছিল করছে। সুদীপ্তের সাফ বক্তব্য, তাঁরা গরিব মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নেওয়ার পক্ষে নয়। সিপিএমকে কটাক্ষ করে সুদীপ্ত বলেন, তৃণমূলের ভয়ে যারা ঘর থেকে বেরত না, তাঁরা আবার রেল প্রশাসনের লাঠির সামনে দাঁড়াবে নাকি। ওরা যদি লড়াকু হত, তাহলে গত ১৫ বছর তৃণমূলের বিরুদ্ধে কেন ওরা লড়াই করেনি, এমনই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন বীজপুরের তরুণ বিধায়ক।

জল সরাতে পাম্প, সমাধান কোথায়? বৃষ্টি থামার পরও হাওড়ায় ভোগান্তি অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃষ্টি থেমে গেলেও হাওড়ার বহু এলাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি এখনও ফেরেনি। শিবপুর, কদমতলা, সালকিয়া, বেলিলিয়াস রোড-সহ একাধিক এলাকায় রাস্তায় এবং আবাসিক এলাকায় এখনও জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিনের যাতায়াত থেকে শুরু করে ঘরোয়া জীবন, সবই সমস্যার মুখে পড়েছে। অনেক বাড়িতে জল ঢুকে নষ্ট হয়েছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতি বর্ষাতেই একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি। তাঁদের দাবি, নিকাশি নালা ও খালগুলির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং আবর্জনা জমে থাকার কারণেই জল দ্রুত নামছে না। দীর্ঘ সময় জল জমে থাকায় স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

শনিবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যান শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তিনি পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে নিকাশি ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেন। পরে তিনি বলেন, দ্রুত জল সরানোর ব্যবস্থা করা হবে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ চলছে। যদিও হাওড়া পুরনিগম জানিয়েছে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পের সাহায্যে জল বের করার কাজ চলছে। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি লাইনগুলির উপর নজর রাখা হচ্ছে। রাজ্যের নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইয়ের বক্তব্য, হাওড়ার জলনিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে একাধিক দপ্তর যৌথভাবে কাজ করছে। ১১টি বড় প্রকল্পের দায়িত্ব কেএমডিএ নিয়েছে। পাশাপাশি ডি-সিলটিং ও ড্রেন সংস্কারের কাজও চলছে। তবে প্রশাসনের এই আশ্বাসের মধ্যেও একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে শহরবাসীর, প্রতিবছর একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হলে শুধু বর্ষাকালীন তৎপরতা নয়, দীর্ঘমেয়াদি নগর পরিকল্পনার অভাবই কি প্রকৃত সংকট!

কলকাতায় ঐতিহাসিক চিঁড়া-দধি মহোৎসবের সূচনা, কয়েকশো ভক্তের সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাঁচশো বছরেরও বেশি প্রাচীন বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে স্মরণ করে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে রবিবার, দক্ষিণ কলকাতায় সূচনা হল 'কলকাতা চিঁড়া-দধি মহোৎসব'। শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্তৃক প্রবর্তিত ঐতিহাসিক পানিহাটি চিঁড়া-দধি উৎসবের ৫১০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন দক্ষিন কলকাতায় ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের সামনে থেকে আরতি করে ও নারকেল ফাটিয়ে এই উৎসবের সূচনা করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন আরাধ্য ভগবান দাস বলেন, প্রায় ৫১০ বছর আগে গঙ্গার তীরে পানিহাটিতে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী হাজার হাজার ভক্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে চিঁড়া ও দধির প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করেছিলেন। সেই ঘটনাই বৈষ্ণব সমাজে 'চিঁড়া-দধি মহোৎসব' নামে সুপরিচিত। ভক্তি, সেবা, সমতা এবং প্রসাদ বিতরণের এই অনন্য ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতেই কলকাতায় এই উৎসবের সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে ২০০-রও বেশি ভক্তের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা, মহা নগর-সংকীর্তন এবং সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে চিঁড়া-দধির প্রসাদ বিতরণ করা হয় জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে।

ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ও ট্রাস্টি সুমন্ত রুদ্র বলেন, চিঁড়া-দধি মহোৎসব শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি ভালোবাসা, সেবা ও ভ্রাতৃত্ববোধের পাঁচশো দশ বছরের এক জীবন্ত ঐতিহ্য। আগামী দিনে এই অনুষ্ঠানকে আরো বড়ো আকারে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান।

অধ্যক্ষদের আরও ছাত্রবান্ধব হওয়ার আর্জি মন্ত্রী থেকে উপাচার্যর

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের মেধাবীরা পড়ার জন্য বাইরে চলে গেলেও আমরা সাহায্য করব। রাজ্যের বাজেটে এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়েছি। কলকাতা-সহ রাজ্যের সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কারণ এখানে সুযোগ নেই। এটাই সত্যি; রবিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ'-এর ৩৪-তম বার্ষিক সম্মেলনে এ কথা বললেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বলেন, কেন ওরা চলে যাচ্ছে? জন-চলচিত্রের জটিলতার (ডেমোগ্রাফিক কমিপ্লকেশন') জন্য নয়! ভালো মানের পড়াশোনার জন্য বাইরে কেউ যেতে চাইলে তাকে তো বাধা দেওয়া যায় না! এ রাজ্য ছাড়ার প্রবণতা দূর করতে হবে। রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়ন (গ্রেডিং সিস্টেম) করতে হবে।

স্বপনবাবু বলেন, এরাজ্যে এমন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেগুলোর নাম শুনিনি। ওগুলো কলেজ হলে বুঝতাম। উপাচার্য আছেন কিন্তু হয়তো উপযুক্ত শিক্ষক নেই, পড়ুয়া নেই। এই পরিস্থিতি বদল করতে হবে প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে। পরে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, শিল্প-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগাযোগের বন্ধন এ রাজ্যে দুর্বল। সেটি আরও শক্ত করতে হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের শিক্ষার মান উঁচু করতে ভূমিকা নিতে হবে অধ্যাপক-অধ্যক্ষদের। তাঁরা যে সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন, সেটা ভুলে আরও ইতিবাচক হতে হবে। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। এর নেপথ্যে আপনাদের দায়িত্ব আছে। বাড়তি অর্থের কিছু বরাদ্দ আমরা করব। ইউজিসি-কেও বলব। আমরা বড় লক্ষ্য বেঁধেছি। অধ্যক্ষদের অনেকের হাত-পা বাঁধা। আমরা সেই শৃঙ্খলমোচন করতে চাই।

শিক্ষক-অধ্যক্ষদের আরও পড়ুয়া-বান্ধব হওয়ার আবেদন করে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আশুতোষ ঘোষ বলেন, বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থমন্ত্রীর নাম কা ওয়াস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, আমি এরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলাম। পড়াতামও। পড়ুয়াদের অনুপস্থিতি বা 'ড্রপআউট'-এর বিষয়টা বুঝতে ওদের ডেকে প্রশ্ন করতাম। অনেকে বলত, সময় নষ্ট ও পয়সা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হয়তো দেখতো দুটো ক্লাস। কোনও ক্ষেত্রে অধ্যাপকদের পড়ানো বোধগম্য হতো না। এটা তো আমাদেরই দেখতে হবে! প্রতিটা ক্লাস ঠিকমতো নিতে হবে। দেখতে হবে পড়ানোটা পড়ুয়ারা ঠিকমতো নিতে পারছে কি না।

উপাচার্য বলেন, কেউ কেউ দ্বিধাবোধে পড়া ছেড়ে দেয়। পাশ করার পর কী করবে? এটা তো ওদের আমাদেরই বোঝানো উচিত! বিশেষ কিছু সমস্যা খতিয়ে দেখার কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনাল কমপ্লেইন কমিটি (আইসিসি)-র। ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের কেউ কেউ মুঠোফোনে বা কোনও সহপাঠীর আচরণে আপত্তিকর বার্তা পেয়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছে। আমিও চেষ্টা করেছি সমস্যা সামাধানের।

এভাবেই দেখেছি, কিছু ক্ষেত্রে অভাবের জন্য পরীক্ষায় বসতে পারছে না। তাঁদের পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করিয়েছি। তারা নেট, সেট-এ ভালো ফল করে সাফল্য দেখিয়েছে। বাইরে কোথাও উচ্চতর পাঠ নিয়েছে। একজন সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ছবি পাঠায়। দেখে গর্ব বোধ করি। আনন্দ হয়। অধ্যাপকরা ভালো বেতন পাচ্ছেন। পড়ুয়াদের প্রতি তাঁদের আর্থিক দায়বদ্ধতা থাকলে ভালো হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক জয়ন্ত কুমার সিনহা বলেন, ২০২৩ সালে এখানে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) রূপায়িত হয়েছে। পাঠ্যক্রমের পরিমাণ-পরিসর বেড়েছে। এআইয়ের যুগে আমরা অনেক কিছু পেতে পারি। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে প্রায় ৭০ হাজার হয়েছে। গত বছরও সংখ্যাটা ছিল সওয়া এক লক্ষের ওপর। এটা খতিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষকদেরই 'মেন্টর'-এর ভূমিকা নিতে হবে।

ধন্যবাদ জানতে গিয়ে প্রবীণ অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, ভুলত্রুটি থাকলে আমাদের বের করতে হবে। শিক্ষক ও পড়ুয়া; উভয়পক্ষের আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার প্রসার হয়।

ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপ কার্নিভ্যাল আয়োজিত হল বিবেকানন্দ পার্কে, হাজির হলেন টলিপাড়ার সেলিব্রিটিরা।

ছবি: অদিতি সাহা

শমীকের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুপমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পরে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রবীণ অভিনেতা অনুপম খের। গত শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিনেতা অনুপম খের। রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে কথা হয় তাঁদের মধ্যে। আর রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর সঙ্গে দেখা করেন অনুপম।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে অনুপম খেরকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আপনি বলেছিলেন, অনুপম খেরের মাথায় চুল গজাতে পারে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আর তৃণমূল ফিরবে না। আমি কিন্তু ওই কথাটায় বেশ মজাই পেয়েছি।' উত্তরে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'সেই সময়ে নির্বাচনের আবহ। মানুষের কাছে এমন কিছু বলতে হয়, যেটা মানুষ সহজে বুঝতে পারেন। একঘেয়ে রাজনৈতিক কথা শুনতে শুনতে তো মানুষ বিরক্ত হয়ে যান। অনুপম খের বলেন, 'আমার কিন্তু বিষয়টা বেশ ভালো লেগেছে। আমি তো প্রার্থনা করব, আমার মাথায় নতুন করে চুল না উঠুক।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯শে জুন, ১৪ই আষাঢ়, সোম বার, পূর্ণিমা তিথি। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(আজ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিরোধান দিবস। পুরী ধামে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। পূর্ণিমা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে নতুন সপ্তাহে। নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। আর এই ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি হবে ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের প্রভাবে। প্রবল দুর্যোগে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলায়। সেই সঙ্গে নতুন সপ্তাহে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গেও। কলকাতায় আগামী সাত দিন টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস বলছে, রাজ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় রয়েছে। পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা। এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করায় ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সর্বত্রই।

নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাগুলিতেই ঝড়বৃষ্টি চলবে। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আজ সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলিতেও কমলা সতর্কতা জারি করেছেন আবহবিদেরা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার ভারী বর্ষণ হতে পারে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়। কলকাতায় আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নিম্নচাপের প্রভাবে আকাশ মেঘলা থাকবে এবং দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঝড়বৃষ্টির কারণে উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রায় খুব বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

এখন কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টি বাড়তে পারে মঙ্গলবার এবং বুধবার। সঙ্গে বইবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ৩৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকলেও অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অনুভূত তাপমাত্রা অনেক বেশি হতে পারে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, দুপুরের পর থেকেই মেঘ জমে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্ধ্যার পর বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও আকাশ মেঘলা থাকতে পারে।

অন্যদিকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। একাধিক জেলায় ২০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় ভূমিধস, হড়পা বান ও জলবন্দি পরিস্থিতির সতর্কবার্তা জারি করেছে প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় অতি প্রবল বর্ষণের লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে সোমবার। ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বা তারও বেশি বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি সামান্য কমতে পারে। তবে দুর্যোগে চলবে। আগামী শনিবার পর্যন্ত এই পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতেও আগামী কয়েক দিনে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের আশা, বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমতে পারে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৯ জুন ২০২৬, ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩, সোমবার

অপরাধীকে আশ্রয় দিলেও ২ বছরের জেল, নতুন আইনে কড়া বার্তা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অপরাধীকে শুধু অপরাধ করার জন্যই নয়, তাকে লুকিয়ে রাখা বা পালাতে সাহায্য করলেও এবার কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে রাজ্য সরকার যে নতুন আইন আনতে চলেছে, তার খসড়ায় এমনই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আজ বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল' পেশ হওয়ার কথা।

এই প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা তাঁকে জেলা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা জেনেও যদি কেউ তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন, লুকিয়ে রাখেন বা পালাতে সাহায্য করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধেও ফৌজদারি মামলা হবে। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির দোষ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

এই নতুন আইনে 'গুন্ডা' বা সমাজবিরোধীরও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বিল অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি যদি একা বা কোনও গ্যাং, সিন্ডিকেট বা সংগঠিত চক্রের সদস্য হিসেবে নিয়মিত অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকেন, তাহলে তাঁকে এই আইনের আওতায় আনা যাবে। এতে অস্ত্র, মাদক, বিস্ফোরক, বেআইনি জমি দখল, তোলাবাজি, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, বেআইনি খনি ও বনজ সম্পদ

ধ্বংসের মতো অপরাধও এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিলে আরও বলা হয়েছে, এই আইনের অধীনে দায়ের হওয়া অপরাধ হবে কগনিজেবল ও নন-বেলেবল। অর্থাৎ, পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারবে এবং সহজে জামিন মিলবে না। প্রয়োজনে রাজ্য সরকার, পুলিশ কমিশনার, জেলা শাসক বা ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিক সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য আগাম আটকের নির্দেশও দিতে পারবেন।

যদিও সেই ক্ষমতার উপর নজরদারির জন্য একজন বর্তমান বা প্রাক্তন হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অ্যাডভাইজরি বোর্ড গঠনের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। আটকের তিন সপ্তাহের মধ্যে মামলাটি ওই বোর্ডে পাঠাতে হবে। পর্যাপ্ত কারণ না থাকলে আটক হওয়া ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করতে পারবে বোর্ড।

এই বিলের মাধ্যমে সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নেওয়ার বার্তা দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। তবে প্রশাসনের হাতে এত বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সিআইডি অফিসার পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিআইডি অফিসার পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল কলকাতায়। অস্ত্র দেখিয়ে কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। মুক্তিপণ না পেয়ে ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা এবং একটি সোনার চেন নিয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। ঘটনায় ফুলবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ব্যবসায়ী।

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ী আমদানি-রপ্তানির ব্যবসার কাজে দুই সঙ্গীকে নিয়ে ফুলবাগান থানা এলাকার একটি শপিং মলে এসেছিলেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বৈঠক সেরে বেরোনোর সময় কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে আটকায়। এরপর নিজেদের সিআইডি অফিসার পরিচয় দিয়ে তল্লাশির নাম করে ব্যবসায়ীকে একটি কালো রঙের গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়। তাঁকে বাঁচাতে গেলে তাঁর দুই সঙ্গীকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এরপর চলন্ত গাড়িতে ব্যবসায়ীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় বলে অভিযোগ।

এরপর গাড়িটি মধ্যমগ্রামের দিকে এগোতে থাকে। আর ওই টাকা দিতে না পারায় চলন্ত গাড়িতেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তবে, ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এত টাকা আদায় করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে এবং তাঁর দুই সঙ্গী পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন জানতে পেরে অপহরণকারীরা মধ্যমগ্রামের কাছে তাঁকে গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। অপহরণকারীরা তাঁর কাছ থেকে নগদ ৭০ হাজার টাকা ও তিন লাখ টাকা সোনার চেন ডাকাতি করে বলে দাবি। ঘটনার পর আতঙ্কিত অবস্থায় ব্যবসায়ী মধ্যমগ্রাম হাসপাতালে চিকিৎসা করান। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পার্ক সার্কাস স্টেশনে রাতের উচ্ছেদ অভিযান, পুনর্বাসন ঘিরে নতুন বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ব্যস্ত পার্ক সার্কাস স্টেশন চত্বরে শনিবার গভীর রাতে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালায় পূর্ব রেল। আরপিএফ, পুলিশ এবং র‍্যাফের কড়া নিরাপত্তায় বুলডোজার নামিয়ে রেলের জমিতে গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ দোকান, গুমটি ও অস্থায়ী কাঠামো সরিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ দখলমুক্ত করার এই পদক্ষেপের পর আবারও সামনে এল উচ্ছেদ বনাম পুনর্বাসনের বিতর্ক।

পূর্ব রেল সূত্রের দাবি, আগেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জায়গা খালি করার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মানা না হওয়ায় অভিযান চালানো হয়েছে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে স্টেশন চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। মাইকিং করে বারবার সহযোগিতার আবেদনও জানানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ দখলের অভিযোগ ছিল। এর জেরে যাত্রীদের চলাচলে বাধা, নিরাপত্তা এবং স্টেশন এলাকার শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে রেল ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্টেশনে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। পার্ক সার্কাস সেই তালিকায় নতুন সংযোজন হল।

তবে উচ্ছেদ হওয়া অবৈধ দোকানদারদের একাংশের বক্তব্য, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করেই আমাদের দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এতে বহু পরিবারের রুজি-রুটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে ঘটনাস্থলে যান কংগ্রেস নেতা মহম্মদ সেলিম-সহ দলের কয়েকজন প্রতিনিধি।

এদিকে, একই রাতে বিদ্যাপতি সেতু ও যাদবপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হকার উচ্ছেদের নামে দুটি নোটিস ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কারণ, ওই নোটিসে সরকারি দপ্তরের সিল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর ছিল না। ফলে তা আদৌ সরকারি নির্দেশ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনাপ্রবাহ ফের একটি বড় প্রশ্ন সামনে আনছে, জনস্বার্থে সরকারি জমি দখলমুক্ত করা না কি যারা অবৈধভাবে রেলের জায়গায় নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে মুনাফা করছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়াটা জরুরি! এই প্রশ্নই এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে বড় বিতর্ক তৈরি করেছে।

জোর করে কম দামে জমি কেনার অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার জোর করে কম দামে জমি কেনার অভিযোগ উঠল ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ক্রিস্টিনা বিশ্বাসের স্বামী ববি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নিজের জমি রক্ষা করতে কাউন্সিলরের স্বামীকে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন জোকার নবপল্লি এলাকায় জেমস লং সরণির সুনীল হালদার নামে যাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি।

অভিযোগ, জোকার নবপল্লি এলাকায় জেমস লং সরণির ধারে সাড়ে ১৩ কাঠা জমির মালিক সুনীল হালদার। তাঁর দাবি, ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ক্রিস্টিনা বিশ্বাসের স্বামী ববি বিশ্বাস ওই জমি কম দামে জোরপূর্বক কিনতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি জমি বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে সুনীল হালদারের দাবি, তাঁর মেয়ের বিয়ের আশীর্বাদের আগের দিন ববি বিশ্বাস তাঁকে প্রায় ১৬ ঘণ্টা নিজের দোকানে বসিয়ে রাখেন। ভয় পেয়ে সেদিন তিনি ৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। এরপরও বারবার টাকা দাবি করা হয় এবং টাকা না দিলে বাড়িতে বোমা ফেলা-সহ বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত নিজের জমি রক্ষা করার জন্য ধাপে ধাপে মোট ১৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন বলে দাবি করেছেন তিনি।

শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের নীচের বেআইনি দখল হঠাতে পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোনওরকম বেআইনি নির্মাণ বা জবরদখল বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার। ২০২৬-এর সরকার পরিবর্তনের পর থেকে অবৈধ দোকান-বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বুলডোজারে। তপসিয়া, কসবা, পার্ক সার্কাসের মতো জায়গায় আগেই বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, দমদম সহ একাধিক স্টেশনের অবৈধ দোকানগুলিও উচ্ছেদ করা হয়েছে। নতুন বিজেপি সরকারের দাবি, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থেই এই পদক্ষেপ। এবার শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের নীচের বেআইনি দখল হঠাতে তৎপর কলকাতা পুরসভা। সুকান্ত সেতুর নীচেও বেআইনি নির্মাণ সরাতেও নোটিস দিয়েছে পুরসভা।

শনিবার কলকাতা পুরসভার তরফে শহরের দু'প্রান্তে নোটিস পড়েছে ইতিমধ্যেই। সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৭ দিন। কলকাতা পুরসভার নোটিস অনুযায়ী, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই দুই সেতুর নিচে যাঁরা বেআইনিভাবে জবরদখল করে দোকান করেছে, তাঁদের উঠে যেতে বলা হয়েছে। তা নাহলে কলকাতা পুর কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী, ১৯৮০ বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ওই নোটিসে।

নোটিসে এও উল্লেখ করা হয়েছে, যাদবপুর ও সন্তোষপুরের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভার হল সুকান্ত সেতু। সুলেখা ক্রসিং থেকে শুরু হয়ে গোপালনগর পর্যন্ত এই সেতুটি। এই সেতুর নীচের সন্ধেয় বাজার বসে। রয়েছে হকার্স মার্কেটও। অন্যদিকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভারগুলির মধ্যে একটি হল শিয়ালদহের বিদ্যাপতি সেতু। শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত এই সেতুর নীচে ঝাঁকে ঝাঁকে দোকান রয়েছে। এমনকী রয়েছে বিরাট বাজারও। এক সপ্তাহের মধ্যে ফ্লাইওভারের নীচের দোকানগুলি খালি করার নির্দেশ দিল পুরসভা।

অন্যদিকে, গত সপ্তাহেই ঢাকুরিয়া থেকে যাদবপুর স্টেশন লাগোয়া বস্তি এলাকাও খালি করতে পুরসভার নোটিস পড়ে। স্টেশনের ধারে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে জায়গা জবরদখল করে বহু মানুষের বসবাস।

জানা গিয়েছে, ওই বস্তি এলাকায় প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজার বাসিন্দা থাকেন। কিন্তু পুরোটাই বেআইনিভাবে দখল করা গজিয়ে ওঠা। শুধু ঝুপড়ি নয়, একাধিক ছোট ছোট দোতলাও নির্মাণ হয়ে গিয়েছে দখল জমিতে। এবার সেই জায়গা খালি করতেও ডেডলাইন দিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

ভাটপাড়ার উত্তর মণ্ডলপাড়ায় বোমাবাজির ঘটনায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর মণ্ডলপাড়ায় শনিবার ভোর রাতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভাটপাড়া থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা গণেশ যাদব, কুন্দন সাউ এবং অবধেশ সাউ। ধৃতদের বাড়ি স্থিরপাড়া বুড়ি বটতলায়। যদিও ধৃতদের দাবি, তাঁরা কেউ বোমা মারেননি। তাঁদের ফাঁসানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, উত্তর মণ্ডলপাড়ায় শনিবার ভোর রাতে পরপর দুটি বোমা মারে দুষ্কৃতীরা। বোমার বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় বাসিন্দাদের। ঘটনার তদন্তে নেমে ভাটপাড়া থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

'ফিরছে কলকাতার ট্রাম', সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় বার্তা পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম পরিষেবা নিয়ে একটি পোস্ট করেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। সেখানে তিনি দাবি করেন, ঐতিহ্যের পথে আধুনিকতার যাত্রা, ফিরছে কলকাতার ট্রাম। একই সঙ্গে তিনি লেখেন, শিল্পের পুনর্জাগরণ, কর্মসংস্থানের বিস্তার, এটাই বিজেপির অঙ্গীকার।

এদিনের পোস্টে মন্ত্রী জানান, কলকাতার ট্রাম পরিষেবা পুনরুজ্জীবিত করতে রাইটস-কে একটি বিস্তারিত ব্লুপ্রিন্ট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম ধাপে বর্তমানে থাকা ট্রাম রুটগুলিকে আধুনিকীকরণ করে আবার চালু করা হবে। এরপর দ্বিতীয় ধাপে ট্রাম নেটওয়ার্ক সল্টলেক ও নিউটাউন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়াও এদিনের পোস্টে মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরকে ট্রাম রুটের সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ, শুধু পুরনো পরিষেবা ফিরিয়ে আনা নয়, শহরের বিস্তৃত অংশে ট্রামকে নতুন করে যুক্ত করার রূপরেখাও তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

অর্জুন সিং তাঁর পোস্টে আরও বলেন, বিজেপি মানেই ঐতিহ্যের সম্মান, উন্নয়নের দিশা। তিনি আরও দাবি করেন, শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, এই তিন লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ট্রাম পরিষেবাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কলকাতার ট্রাম শহরের ঐতিহ্যের অন্যতম পরিচয়। গত কয়েক বছরে একের পর এক রুটে পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় ট্রামের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই পরিস্থিতিতে ট্রাম পরিষেবা পুনরুজ্জীবনের এই দাবি রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই পরিকল্পনা কবে বাস্তবায়িত হবে বা প্রকল্পের সময়সীমা কী, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত জানানো হয়নি।

একুশে জুলাই কার? ধর্মতলায় একই স্থানে সভার ডাক মমতা ও ঋতব্রত শিবিরের

২১ জুলাইয়ের সভার অনুমতি চেয়ে নগরপালকে চিঠি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবিরের পাশাপাশি, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবিরও ধর্মতলায় একই দিনে শহিদ সমাবেশ করার ঘোষণা করেছে। স্বভাবতই একই জায়গায় দুই পক্ষের সভা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

শনিবার তপসিয়ার একটি ব্যাংকোয়েট হলে বিদ্রোহী শিবিরের বৈঠক হয়। সেখানে কলকাতা পুরসভার একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং কয়েকজন বিদ্রোহী বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, ৫১ জন প্রাক্তন কাউন্সিলর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আরও বহু প্রাক্তন কাউন্সিলর তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন।

এদিনের বৈঠকের পর বিদ্রোহী শিবিরের মুখ্য সচেতক ও রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেন, আমরা সকলে বুথ স্তর পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামী দিনের লড়াইয়ে একসঙ্গে চলব, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচি নিয়ে তিনি বলেন, এর আগে কর্মীরা সভায় এসেছেন, কিন্তু নায়ক-নায়িকাদের ভিড়ে শহিদ

পরিবারগুলি মর্যাদা পায়নি। এবার আমরা যে শহিদ সমাবেশ করব, সেখানে শহিদ পরিবারদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। আমরা যেহেতু আসল তৃণমূল কংগ্রেস, তাই নিশ্চিন্তে কলকাতার বুকে একুশে জুলাই পালন করব।

তিনি আরও জানান, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভার অনুমতি চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন করা হবে। তবে প্রশাসন অনুমতি না দিলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, নতুন সরকার প্রতিটি আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে। প্রশাসন অনুমতি না-দিলে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিনের বৈঠকে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম উপস্থিত ছিলেন না। বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, ব্যক্তিগত কারণে তিনি আসতে পারেননি। তবে তাঁর অনুপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। একদিকে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক নিয়ে আইনি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি, এবার একুশে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক মঞ্চ দখল নিয়েও দুই শিবিরের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব আরও প্রকাশ্যে চলে এল।

অন্যদিকে, কালীঘাট শিবিরও একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি জোরকদমে চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ধর্মতলায় চিরাচরিত জায়গায় সভার অনুমতি চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন করা হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, ২১ জুলাই সভা হবেই। দরকার হলে জিপের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন বলেন, ২১ জুলাই আমাদের দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ক্ষমতায় আসার আগেও এই জায়গাতেই শহিদ দিবস পালন করা হয়েছে। তাই এবারও একই জায়গায় সভা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছি।

সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মতলায় সভার অনুমতি নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে দোলা বলেন, যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য যদি কয়েক দিন রেড রোড বন্ধ রাখা যায়, তাহলে ২১ জুলাইয়ের সভার জন্য কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না কেন? এত বছর ধরে যেখানে অনুষ্ঠান হয়েছে, সেখানে অনুমতি না দেওয়ার কোনও কারণ নেই।

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের ঘটনার স্মরণে প্রতি বছর এই কর্মসূচির আয়োজন করে তৃণমূল। দলের সর্বোচ্চ নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মঞ্চ থেকেই কর্মীদের উদ্দেশে রাজনৈতিক বার্তা দিয়ে থাকেন। তবে এবার পরিস্থিতি আগের মতো নয়। বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর বিরোধী আসনে বসেছে তৃণমূল। এর মধ্যেই ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি ঘিরে আইনি জটিলতাও তৈরি হয়েছে। সরকারি রাস্তা ব্যবহার করে সমাবেশ করার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। সেই মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিসও পাঠানো হয়েছে। ফলে এখন নজর কলকাতা পুলিশের সিদ্ধান্তের দিকে। ঐতিহ্য বজায় রেখে ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনেই তৃণমূলকে সভার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সেটাই এখন রাজনৈতিক মহলের প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কালীঘাটে পুজো দিয়ে শুভেন্দুর প্রশংসায় অনুপম খের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ ২৬ বছর পর ফের বাংলা ছবির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের। কলকাতা সফরে নতুন ছবির মহরত ও নাটকের মঞ্চায়নের পাশাপাশি রবিবার সকালে তিনি কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করেন অভিনেতা।

অনুপম খের বলেন, আমি প্রতি বছরই কালীঘাটে আসি। তবে এবার উৎসাহটা একটু অন্যরকম। মা কালীর আশীর্বাদ নিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক নিয়েও কথা বলেন অভিনেতা। তিনি জানান, ওঁর সঙ্গে দেখা করে খুব ভালো লেগেছে। শুধু সিনেমা নয়, বাংলার মানুষের জন্যও আশা

জেগেছে। উনি অত্যন্ত কর্মঠ, কিছু করতে চান এবং পরিবর্তন আনতে চান। গত তিনদিনের কলকাতা সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে অনুপম বলেন, এখানে আমার ছবির মহরত হয়েছে, নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন যে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা এবং তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। ওঁর কথাবার্তা থেকে আমি খুব ইতিবাচক শক্তি পেয়েছি, বলেন অভিনেতা।

বাংলায় বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন অনুপম খের। তাঁর বক্তব্য, কোনও রাজ্যের উন্নতি তখনই হয়, যখন সেখানে নতুন ব্যবসা আসে, কর্মসংস্থান তৈরি হয় এবং মানুষের উন্নতি হয়। তিনি আরও বলেন, ক্ষুআমার পূর্ণ বিশ্বাস, আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনেক ভালো কাজ করবেন। যেখানে বাণিজ্যের সুযোগ এবং সমতা থাকে, সেখানেই উন্নয়ন সম্ভব।

প্রসঙ্গত, প্রযোজকের ভূমিকায় নতুন যাত্রা শুরু করতে কলকাতায় এসেছেন অনুপম খের। এই সফরে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক এবং বাংলার উন্নয়ন নিয়ে করা মন্তব্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলেও নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে।

সম্পাদকীয়

বাড়ছে একাকীত্ব উদযাপনের প্রবণতা, নেপথ্যে কি শুধু আর্থিক কারণ?

একাকীত্ব নিয়ে হতাশার দিন শেষ। শেষ দুঃখ, যন্ত্রণারও।সঙ্গীহীনতা আর কোনও সমস্যা নয়। বরং এটাই এখন ট্রেন্ড, এটাই সুখের চাবিকাঠি। এমনই মনে করছে জেন জি। তাই সব ভুলে একাকীত্ব উদযাপনে মেতে উঠছে নতুন প্রজন্ম। ‘একলা চলো রে’। দরকার নেই সঙ্গীর, সম্পর্কের মায়া নয়, একাই কর এনজয়, নতুন এই প্রবণতাই এখন জেন জি-র পাখির চোখ। সোশ্যাল মিডিয়ায় যার পোশাকি নাম ‘সোলোম্যাক্সিং’। সঙ্গীহীন বলে অন্যের কটাক্ষের উত্তর দেওয়ার দায় নেই, নেই মন ভাঙার ভয়, নেই সঙ্গীর মন জুগিয়ে চলার শর্ত। সবটাই নিজে কেন্দ্রীক। এই জীবন যাত্রার আরও একটা দিক উঠে আসছে, তা হল খরচ। সঙ্গীর পিছনে খরচা করতেও এখন অনীহা নতুন প্রজন্মের। তাদের লক্ষ্য নিজের রোজগার।নিজের কাজেই লাগাও। সঙ্গীর।পিছনে বাজে খরচা করে লাভ, কদিন থাকবে সম্পর্ক কেউ জানে না। তাহলে আর কেন এসবে জড়ানো!তাই প্রেম-পিরিতকে দূরে সরিয়ে রেখে ‘একলা আছি, ভালো আছি’ ভাবনাকেই সম্মান জানানোর পক্ষেই সওয়াল করছে নয়া ধারা। এখানে কোনও হা-হুতাশ নেই। বরং স্বেচ্ছায় একলা থাকার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে জেন জি। ২০২৫ সালে আমরিকায় এই নিয়ে সমীক্ষা চালায় এক বেসরকারি সংস্থা। সেই রিপোর্টেই দেখা গিয়েছে, ১৮-২৪ বছর বয়সিদের মধ্যে ৮৬ শতাংশ, ২৫-৩৯ বছর বয়সিদের মধ্যে ৪২ শতাংশই স্বেচ্ছায় একলা জীবন বেছে নিচ্ছেন। ১৯৯০ সালে হওয়া সমীক্ষার তুলনায় বর্তমানে একলা থাকার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। কিন্তু কেন, বাড়ছে এই প্রবণতা, সেটাই প্রশ্ন। সমীক্ষায় তরুণ প্রজন্মের যে উত্তর মিলছে তাও বেশ অদ্ভুত। তারা খরচ কমিয়ে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাইছে। কারও কাছে আবার সঙ্গীকে উপহার দেওয়া, ঘোরাফেরা, খাওয়াদাওয়া একেবারেই ফালতু খরচ। প্রতিদিন যেভাবে অগ্নিমূল্য হচ্ছে বাজারদর, তাতে অনেকেই চাইছেন উপার্জিত অর্থ শুধু নিজের জন্যই খরচ করতে। এই প্রবণতা বাড়তে থাকলে পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যত কিন্তু ঘোর অন্ধকার।

শব্দছক ২০৩

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. রাজশ্রেষ্ঠ ৪. দয়া ৬. নিয়োজিত ৭. লতিয়ে চলে ৯. ভালোকে পৃথকিকরম ১০. জমিদারির অংশ ১১. কালিদাসের গুণ-খ্যাতি ১২. নদীর কলকল ধ্বনি ১৪. বন্ধ হয়ে থাকা ১৫. মুনাফা ১৬. রামচন্দ্র দ্বারা বিনাশীকৃত রাক্ষসী ১৭. নৃত্য ১৮. অত্যন্ত নিম্নমানের ১৯. দস্যু অবস্থাকালে বাল্মিকীর নাম

ওপর-নিচ: ১. ঋতুর অবস্থান-সময় ২. হস্ত ৩. জলে চোবানো কাগজ থেকে ছবি বা রাঁধুনী ৮. নেতার ভাব ভঙ্গিমা রপ্তকারী ৯. বাক্য নিসৃত না হওয়া ১২. কলা বা শিল্পের সৃষ্টিকারী ১৩. মহাকাশচারী ১৪. খনি ১৭. নাসিকা

সমাধান ২০২ — পাশাপাশি: ১. অপারগ ৩. তাত্ত্বিক ৫. খালি ৬. হাঁকডাক ৯. কাদা ১০. সীমানা ১১. বাকল ১৩. মস্ত ১৪. ক্ষপনক ১৮. বিশ্ব ১৯. চালক ২০. অন্নদা

ওপর-নিচ: ১. অল্প ২. রক্ষক ৩. তালি ৪. কম্বু ৫. খাক ৬. হাঁদা ৭. ডাহুক ৮. সমাধান ৯. কালো ১১. বাস্তবিক ১২. লক্ষ ১৫. পরান্ন ১৬. করী ১৭. মোচা

আজকের দিন

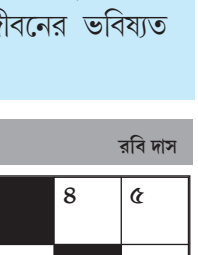

- **১৯৩৪** — জার্মানিতে ‘দীর্ঘ ছুরির রাত’ সংঘটিত হয়।
- **১৯৯৫** — মার্কিন স্পেস শাটল আটলান্টিস প্রথমবারের মতো রুশ মহাকাশ স্টেশন মির-এর সাথে সংযুক্ত হয়।
- **২০০৭** — প্রথম অ্যাপল আইফোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির জন্য উন্মোচন করা হয়, যা স্মার্টফোন শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে।

জন্মদিন

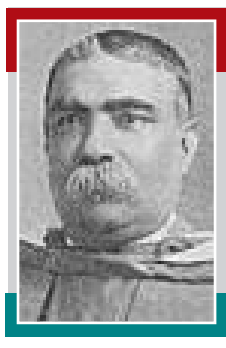

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৮৬৪ *শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৮৯৩ *বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্মদিন।*
১৯৩৬ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর জন্মদিন।*

জগন্নাথদেবের প্রথম পূজারী ছিলেন শবর

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

ওড়িশা এবং জগন্নাথ সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। ওড়িশার সংস্কৃতি, সাহিত্য, কাব্য, নৃত্য এবং দৈনন্দিন জীবনের পরতে পরতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন শ্রীজগন্নাথ স্বামী। আজও তিনি ওড়িশার সংস্কৃতি, অর্থনীতি এমনকি রাজনীতিরও সর্বময় নিয়ন্ত্রক। আদর করে তাঁকে কখনও বলা হয় ‘জগা’ , কখনও ‘কালিয়া’ , কখনও বা ‘চক্কা আঁখি’। ‘পঞ্চসখা’ যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথকে নিয়ে সেখানে রচিত হয়েছে অজস্র ভজন ও কাব্যগাঁথা। তবে, জগন্নাথ এখন আর একা উড়িষ্যার নন। সারা ভারতের নানা প্রান্ত থেকে, এমনকী ভারতের বাইরে থেকেও বহু মানুষ নিয়ম করে পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে আসেন। এমন অদ্ভুত দর্শন দেবতা, এত রহস্যময়, অথচ এমন সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা, সম্ভবত আর কোনো দেবতারই নেই।

অনেক ঐতিহাসিকের মতেই পুরীর জগন্নাথ আদতে বৌদ্ধ দেবতা। এমনকী রথযাত্রাও একটি বৌদ্ধ উৎসব। স্বামী বিবেকানন্দ এবং সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁদের বিভিন্ন লেখায় পুরীর মন্দির ও রথযাত্রার বৌদ্ধ উৎস বা সংযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। কানিংহামের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, পুরীর মন্দিরের প্রধান তিন বিগ্রহ জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার শারীরিক গঠন এবং হাত-পা বিহীন বিশেষ অবয়ব আসলে প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ বা ভাস্কর্যে খোদাই করা ‘ত্রিরত্ন’ প্রতীকেরই বিবর্তিত রূপ। যেখানে ‘ধর্ম’ প্রতীকটিকে নারীবাচক রূপ দিয়ে সুভদ্রা এবং অন্য দুটিকে বুদ্ধ ও সংঘ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরে জাতপাতের কোনো বালাই নেই। সেখানে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন অন্ত্যজ ব্যক্তি একই পাত্র থেকে মহাপ্রসাদ ভাগ করে খান। ঐতিহাসিকদের মতে, জাতপাত বিরোধী এই চরম সামাজিক সমতা সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ঐতিহ্য, যা হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের পরও এই মন্দিরে অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। ইতিহাসবিদরা বলেছেন, সনাতন হিন্দুধর্মে মূর্তি নিয়ে রথে চড়ে নগরের বাইরে যাওয়ার এমন বার্ষিক উৎসবের প্রাচীন কোনো বৈদিক উল্লেখ নেই। তবে প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধের দেহাবশেষ রথে করে শোভাযাত্রা করার অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রথা ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন তাঁর বিবরণীতে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধদের রথযাত্রার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন।

গবেষকদের অনুমান, পুরী একসময় ‘দন্তপুরী’ নামে পরিচিত ছিল, যেখানে বুদ্ধের দাঁত সংরক্ষিত ছিল এবং সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবই পরে আজকের জগন্নাথের রথযাত্রায় রূপ নেয়।

কিন্তু ইতিহাস বলছে, বৌদ্ধধর্ম আসার অনেক আগে লেখা উপনিষদেই রথের উল্লেখ আছে। এমনকী যে যুক্তিতে বৌদ্ধধর্মের অনুষঙ্গে মহাপ্রসাদ জাতপাতের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে বলে প্রচার করা হয়, বৌদ্ধধর্মের আর কোনও মন্দিরে কিন্তু সেই রীতি মান্য করা হয় না।

এমন একজন দেবতার প্রথম পূজারী ছিলেন একজন ‘শবর’ সম্প্রদায়ের মানুষ, তাঁর নাম ছিল বিশ্বাবসু। বিশ্বাবসু ছিলেন আদিবাসী শবরদের রাজা। প্রাচীনকালে যেখানে বৈদিক মন্দিরগুলোতে নিম্নবর্ণের মানুষের কোনো প্রবেশাধিকারই ছিল না, সেখানে জগন্নাথ দেব স্বয়ং একজন আদিবাসী শবর রাজার কাছে পূজিত হতেন। পৌরাণিক কাহিনি এবং ওড়িশার লোকবিশ্বাস অনুসারে, জগন্নাথ দেব আদিতে নীলগিরি পাহাড়ে দুর্গম ও ঘন অরণ্যে ঢাকা এক গোপন গুহায় আদিবাসী শবর উপজাতির আরাধ্য দেবতা ‘হিসেবেই পূজিত হতেন। সেই সময়ে তাঁর নাম ছিল ‘নীলমাধব’।

এই নীলমাধব আদতে ছিলেন নীলকান্তমণি বা একটি উজ্জ্বল নীল পাথর দিয়ে তৈরি বিষ্ণুর মূর্তি। প্রতিদিন ভোরে যখন বনের পশুপাখিরাও জেগে উঠত না, বিশ্বাবসু তখন অলৌকিক নীলগিরি পাহাড়ের গভীর ও দুর্গম গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হতেন। যাত্রাপথে জঙ্গল থেকে নীলমাধবের জন্য সুগন্ধি ফুল, পরিষ্কার ঝরনার জল এবং বুনো ফলমূল পরম যত্নে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন সেই গোপন গুহায়, পুজো শেষ করে ফিরে আসতেন নিজের আদিবাসী কুটিরে। বিশ্বাবসু যখন গুহায় প্রবেশ করে নীলমাধবের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন, তখন দেবতারাও নাকি সেখানে পুষ্পবৃষ্টি করতেন। বিশ্বাবসু কোনো জটিল বৈদিক মন্ত্র জানতেন না। তাঁর পূজা ছিল সম্পূর্ণ সরল, আদিবাসী লৌকিক আচারে ঘেরা এবং ভালোবাসায় ভরপুর। জনশ্রুতি, বিশ্বাবসু যখন পুজো শেষ করে ফিরতেন তখন তাঁর সারা শরীর থেকে চন্দন, কস্তুরী ও তুলসীর এক তীব্র অলৌকিক সুগন্ধ বের হতো। এই পূজার কথা তখন বহির্বিশ্বের মানুষ জানতো না।

সেই সময়ে মালবের সূর্যবংশীয় রাজা ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন । রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি ভগবানকে স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। একদিন তাঁর রাজসভায় এক অজ্ঞাত পরিব্রাজক বা তীর্থযাত্রী আসেন। তিনি রাজাকে জানালেন, ওড্রদেশের (উৎকল প্রদেশের) সমুদ্রতীরে নীলগিরি পর্বতের ঘন অরণ্যে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং ‘নীলমাধব’ রূপে পূজিত হচ্ছেন। তবে সেই স্থানটি অত্যন্ত দুর্গম এবং সেখানে উপাসনা হয় সম্পূর্ণ গোপনে। পরিব্রাজক রাজাকে আরও জানালেন, তিনি সম্পূর্ণ এক বছর সেই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কাটিয়ে এসেছেন। ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কঠোর তপস্যা ও আচারানুষ্ঠানে নিমগ্ন থেকে তিনি সেখানকার বনভূমিতেই বাস করেছিলেন। তিনি আরও জানান যে সেই স্থানে সবসময়ই ছড়িয়ে থাকে এক অপার্থিব সুবাস। দেবদূতেরা নেমে এসে কল্পবৃক্ষ থেকে ফুল বর্ষণ করেন। এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কোনও বিষ্ণুমন্দিরে দেখা যায় না।

পরিব্রাজকের কথা শুনে রাজা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। নীলমাধবের খোঁজে চারিদিকে দূত পাঠাতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন পণ্ডিত ব্রাক্ষ্মণ বিদ্যাপতিকেও একদিন নীলমাধবের খোঁজে ওড্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

বিদ্যাপতি বহু খোঁজাখুঁজির পর ওড়িশার এক আদিবাসী শবর পল্লীতে পৌঁছলেন এবং জানতে পারলেন যে শবররাজ বিশ্বাবসুই নীলমাধবের প্রধান পূজারী। এই খবরটি তিনি জানালেন ইন্দ্রদ্যুম্নকে। ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতিকে নির্দেশ দিলেন যে ভাবেই হোক নীলমাধবের সঠিক অবস্থান জেনেই যেন বিদ্যাপতি মালব রাজ্যে ফিরে আসেন। বিদ্যাপতি এই নির্দেশ পেয়ে থেকে গেলেন শবররাজের কুটিরেই। প্রথমে কিছু সন্দেহ থাকলেও বিশ্বাবসু আন্তরিকভাবেই বিদ্যাপতিকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

সেখানে গোপনে নীলমাধবের অনুসন্ধান করতে করতেই তিনি প্রেমে পড়লেন বিশ্বাবসুর কন্যা ললিতার। কিছুদিন পরে ললিতার সাথে বিয়েও হলো বিদ্যাপতির। ললিতার মাধ্যমেই তিনি একদিন জানতে পারলেন নীলগিরি পর্বতের গুহায় থাকা নীলমাধবের পুজো করেন তাঁর শ্বশুর বিশ্বাবসু। একজন শবর হয়ে বিশ্বাবসু নীলমাধবের পুজো করেন এটি জানতে পেরে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলেন বিদ্যাপতি। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, তাঁর শ্বশুর বিশ্বাবসু প্রতিদিনই ভোরে সুগন্ধি চন্দন মেখে বাইরে বেরিয়ে যান এবং পরদিন দুপুরে ফিরে আসেন। যখন ফেরেন, তখন তাঁর সারা শরীর থেকে চন্দন, কস্তুরী ও তুলসীর এক সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়।

একদিন নীলমাধবের বিগ্রহ দর্শন করার জন্য বিদ্যাপতি আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করলেন প্রথমে ললিতার কাছে এবং পরে ললিতার মাধ্যমে বিশ্বাবসুর কাছে। কিন্তু বিশ্বাবসু ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই গোপন স্থানের কথা কিছুতেই তিনি অন্য কাউকেই বলবেন না। এদিকে কন্যাও নাছোড়বান্দা। অবশেষে , কন্যা ললিতার অনুনয় বিনয়ে শেষমেশ সম্মত হলেন বিদ্যাপতি। কিন্তু শর্ত দিলেন, যাওয়ার সময় বিদ্যাপতির চোখ থাকবে কাপড়ে বাঁধা।

রাজী হয়ে গেলেন বিদ্যাপতি। যেভাবেই হোক নীলমাধবের দর্শন পেতে হবে তাঁকে।

পরেরদিন সকালে বিশ্বাবসু চোখ বাঁধা বিদ্যাপতিকে নিয়ে বনের পথে যাত্রা করলেন।

বিদ্যাপতি ছিলেন বড় চতুর। চোখ বাঁধা থাকলেও পথ চিনে রাখার জন্য তিনি তাঁর কাপড়ে কিছু গোপন সরিষা দানা লুকিয়ে নিয়েছিলেন। গুহার দিকে যাওয়ার পথে তিনি গোপনে সেই সরিষা দানাগুলো মাটিতে ফেলতে ফেলতে যান। বর্ষা আসার পরে জল পেয়ে সেই সরিষা দানা থেকে ছোট ছোট সরিষা গাছ জন্ম নিল এবং সহজেই গুহার পথটি চিহ্নিত হয়ে গেল।

গুপ্ত গুহার ভিতরে পৌঁছে নীলমাধবের দর্শন লাভ করে অভিভূত হয়ে গেলেন বিদ্যাপতি। সেখান থেকে গোপনে কিছু প্রসাদ ও প্রসাদী মালা নিয়ে নিলেন যেগুলো তিনি এই বিগ্রহ দর্শনের প্রমাণ স্বরূপ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে দেখাতে পারবেন। এর পরেই উৎফুল্ল বিদ্যাপতি মালবদেশে ফিরে গিয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নীলমাধবের সন্ধান পাওয়ার সুসংবাদ এবং প্রসাদী মালা উপহার দিলেন। রাজা আনন্দিত হয়ে বিশাল সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওড়িশার সেই নীলগিরি পর্বতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বিদ্যাপতির ফেলে যাওয়া সরিষা থেকে জন্ম নেওয়া সেই সরিষা গাছের পথ ধরে রাজা যখন অবশেষে সেই গোপন গুহায় পৌঁছালেন, ততক্ষণে অলৌকিকভাবে নীলমাধব মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ভেঙে পড়লেন। তাঁর হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তিনি স্থির করেন - যদি নীলমাধব নিজেই আত্মপ্রকাশ না করেন, তাহলে তিনি আজীবন উপবাস ব্রত ধারণ করবেন এবং মৃত্যু বরন করবেন। শোকে মূহ্যমান রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সমস্ত রাজকীয় সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে মন্দিরের সামনে কুশ ঘাস বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাজার এই কঠোর তপস্যা ও ব্যাকুলতায় অবশেষে ভগবানের দর্শন মিললো।

উপবাসের কয়েকদিন পর, ভগবান বিষ্ণু রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তিনি রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ‘হে রাজন! তুমি বিষাদগ্রস্ত হইয়ো না। এই কলিযুগে আমি আর নীলকান্তমণির ‘নীলমাধব’ রূপে পূজিত হব না। আমি তোমার ভক্তিতে অত্যন্ত প্রীত। খুব শীঘ্রই আমি সমুদ্রের জলে ভেসে আসা এক অলৌকিক কাঠের গুড়ি বা ‘দারুব্রহ্ম’ রূপে তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।’ স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উপবাস ভঙ্গ করে সেই দারুব্রহ্মের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

কিছুদিন পরেই খবর আসে, পুরীর সমুদ্র সৈকতে একটি বিশাল এবং সুগন্ধি কাঠের খণ্ড ভেসে এসেছে, যার গায়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। রাজার বুঝতে অসুবিধে হল না , এটিই ভগবানের সেই প্রতিশ্রুত ‘দারুব্রহ্ম’।

সেই অলৌকিক কাঠ উদ্ধার করার পর সেটি দিয়েই শুরু হলো মূর্তি গড়ার কাজ । কিন্তু কোনো সাধারণ শিল্পী বা ছেনি-হাতুড়ি সেই কাঠে আঁচড় কাটতে পারলো না। অবশেষে স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এক বৃদ্ধ কাঠুরের ছদ্মবেশে রাজসভায় আসেন এবং একটি শর্তে মূর্তি তৈরির দায়িত্ব নেন;তিনি একুশ দিন একটি বন্ধ ঘরে একা কাজ করবেন এবং এই সময়ের মধ্যে কেউ সেই ঘরের দরজা খুলতে পারবে না।

কিন্তু গুঞ্জন ও কৌতূহলের বশে রানী গুণ্ডিচার অনুরোধে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দরজা খুলে ফেলেন। দরজা খুলতেই দেখা যায় শিল্পী অদৃশ্য হয়ে গেছেন এবং মূর্তিসমূহ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। হাত ও পা তখনও পূর্ণাঙ্গ রূপে গড়ে ওঠেনি। রাজা আবার অনুশোচনায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু ভগবান পুনরায় রাজাকে জানান যে, তিনি এই বিচিত্র ও অনন্য রূপেই পৃথিবীতে অবস্থান করতে চান। সেই থেকে ঐ অসমাপ্ত মূর্তিতেই পূজা পেতে শুরু করলেন পূর্ণব্রহ্ম জগন্নাথ। এই মূর্তিগুলিই আজ আমাদের কাছে শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা নামে পরিচিত।

মূর্তি তৈরি হওয়ার পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীতে বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন মন্দিরে শাস্ত্রীয় ও বৈদিক নিয়মে পূজা সম্পন্ন করার জন্য রাজা মালবদেশ ও দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে উচ্চকোটির বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসে মন্দিরে পূজার্চনা শুরু করেন। ব্রাহ্মণদের হাতে পূজা গেলেও বিশ্বাবসুর বংশধরদের কিন্তু মন্দির থেকে ব্রাত্য করে রাখা হয়নি। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং ঈশ্বরের নির্দেশে বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতির বংশধরদের মন্দিরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ‘দৈতাপতি’ নামে এক বিশেষ শ্রেণির সেবক আজও রয়েছেন। এঁদের বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতির কন্যা ললিতার বংশধর বলেই গণ্য করা হয়। জগন্নাথ দেব এবং ওড়িশা-বিষয়ক যে কোন আলোচনাতেই শবরদের ভূমিকা আগাগোড়াই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। নবকলেবরের সময়ে এবং রথযাত্রার সময়ে কিছু বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানে এই দৈতাপতিদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময় ব্রাহ্মণদের চেয়েও তাঁদের অধিকার বেশি থাকে। স্নানযাত্রার পরে ‘অনবসর’ বা অসুস্থতার ১৫ দিনে, ব্রাহ্মণরা জগন্নাথ দেবের পূজা করতে পারেন না। সেই ১৫ দিন সম্পূর্ণ আদিবাসী প্রথা অনুযায়ী আজও বিশ্বাবসুর বংশধর দৈতাপতিরাই ঈশ্বরের গোপন চিকিৎসা ও সেবা করেন।

আজও পুরীর মন্দিরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে শবর সংস্কৃতির এই সহাবস্থান স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

কোট-আনকোট

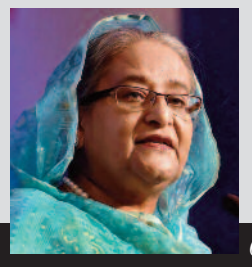

প্রতিটি বাধা এবং ষড়যন্ত্রকে অতিক্রম করে আমি এই বছরেই আমার দেশে ফিরব।

শেখ হাসিনা, ভারতে আশ্রিত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তারাতলা-কাণ্ডে মৃত শ্রমিক-পরিবারকে আশ্বাস রানিগঞ্জের বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: তারাতলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে শোকজ্ঞাপন করে পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ। রবিবার নিহত শ্রমিকের তারাতলার বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান তিনি। বিধায়ক পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, 'এই দুঃসময়ে আমরা পরিবারের পাশে আছি। সরকারের তরফে যে আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্য, তা যাতে পরিবার দ্রুত পায় সে বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নেব।' পাশাপাশি ব্যক্তিগত তরফ থেকেও যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, তা করার প্রতিশ্রুতি দেন পার্থ ঘোষ। বলেন, 'একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে নয়, এই এলাকার মানুষ হিসেবে আমি সবসময় এই পরিবারের পাশে থাকব।' দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়ে বিধায়ক বলেন, 'যারা গাফিলতি করে বা অন্যায়ভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, প্রশাসনকে বলব তাদের চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে ভবিষ্যতে আর কোনও মাকে যেন সন্তানহারা হতে না হয়, কোনও পরিবারকে যেন এভাবে ভাঙতে না হয়।' স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ওই শ্রমিক। তাঁর অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিধায়কের এই সফরে কিছুটা হলেও ভরসা পেল নিহতের পরিবার।

মণিকা-খুনে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার মণিকার গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয় বেড রুম থেকে। স্ত্রীকে খুন করে শ্যালিকাকে ফেসবুকে মেসেজ করেছিলেন রিষড়ার দীপঙ্কর সরকার। মণিকা খুনে এবার তেমনটাই জানালেন মণিকার বাবা মণীন্দ্র ওঝা। সেখান থেকেই মেয়ের খবর জানতে পারেন তাঁরা। রিষড়ার দীপঙ্কর সরকার (৩৮) ও মণিকা ওঝা সরকার (৩২)। দীপঙ্কর বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে ঝাঁপ মেরে আত্মঘাতী হন। পরে জানা যায়, স্ত্রীকে গলা কেটে খুন করে মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দেন দীপঙ্কর। অভিযোগ, দীপঙ্কর সন্দেহ করতেন, স্ত্রীর অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

রিষড়া থানার নতুনগ্রাম বারো হাত কালীতলা। সেখানেই মণিকা-দীপঙ্করের ভাড়া বাড়ি। মণিকা মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। দীপঙ্কর কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকতেন। শুক্রবারই রিষড়ায় যান। শনিবার এই ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, বিয়ের পরে দিল্লি চলে যান দীপঙ্কর। সেখানে হোটেলে চাকরি করতেন। মণিকা স্থানীয় একটি কারখানায় সেলাইয়ের কাজ করতেন।

মণিকার বাবা মণীন্দ্র ওঝা বলেন, 'আমার দুই মেয়ে। বড় মণিকা। মণিকাকে খুন করে আমার ছোট মেয়েকে শনিবার সকালে ফেসবুকে মেসেজ করে জামাই। লেখে, মণিকাকে খুন করেছে। ছোট মেয়ে মধ্যপ্রদেশে থাকে। এই মেসেজ দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফোন করে। গিয়ে দেখি এই অবস্থা। যে দোষী তাকে যে শাস্তি দিতে বলব, সে রাস্তাও খোলা রইল না। জামাইও মেট্রোর লাইনে আত্মহত্যা করেছে।' প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে মণিকা ও দীপঙ্করের মধ্যে ঝামেলা হয়। বাইরের লোকজন সে অশান্তি টের পেয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী চিৎকার করছিলেন। তবে শনিবার সকাল থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এর পরেই পড়শিরা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে দেখেন বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে মণিকা, পাশে তিন বছরের মেয়ে ঘুমোচ্ছে। আপাতত ওই শিশুর ঠাঁই হয়েছে দিদার বাড়িতে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মণিকার সঙ্গে অন্য কারও সম্পর্ক আছে এই সন্দেহের বশে স্ত্রীকে মধ্যরাতে শ্বাসরোধ করে খুন করেন দীপঙ্কর। তার পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলার ধারাল ছুরির কোপ বসান।

কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: কিশোরীরর অস্বাভাবিক মৃত্যু। যুবকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের পরিবারের। প্রশাসন পরে গেলেও, হিন্দু সনাতনীদের অভিযুক্তকে গণধোলাই দিয়ে প্রথম পর্যায়ে সামলানোর বার্তা বিধায়ক স্বপন মজুমদারের। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার গোপীনাথপুর এলাকায় বছর ১৩ এর এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৬ জুন দুপুরে নিজের বাড়িতে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তার। পরিবারের দাবি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল ওই কিশোরী। পরিবারের আরও অভিযোগ, গোপীনাথপুরের বাসিন্দা অজিম মণ্ডলের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরে সেই সম্পর্ক ছিন্ন হলেও অভিযুক্ত যুবক সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল এবং বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছিল। ঘটনার দিন দুপুরে ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় কিশোরীকে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তড়িঘড়ি তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে যুবকের বিরুদ্ধে গোপালনগর থানার মৃতার বাবা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ। খবর পেয়ে রবিবার মৃতার বাড়ি যান বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার।

স্কুলে গিয়ে ছেলেবেলার স্মৃতিতে আবেগে ভাসলেন মন্ত্রী দিবাকর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বন ও পরিবেশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা সোনামুখী বিধানসভার কৃষক দিবাকর ঘরামী। তাঁর বাড়ি সোনামুখী ব্লকের দামোদর নদীর তীরে কুরুমপুর গ্রামে। তার পাশের গ্রাম পাত্রসায়ের থানার পটাশপুর। ছোটবেলায় তিনি পটাশপুর কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় তিনি লেখাপড়া শেখেন। আজ যখন তিনি রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তখন তিনি ভুলে যাননি তাঁর সেই ছোটবেলার স্মৃতি। শনিবার মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী ছোটবেলার স্কুলে জান। এখানে তাঁর সেই সময়ের প্রধান শিক্ষক বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে এবং অন্যান্য শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আপ্লুত সমগ্র স্কুল। মন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানায় বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক অভিভাবিকারা। বিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি সুন্দর দুর্গা মূর্তি। এরপরেই বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ আবৃত্তি করে, কেউ গান কেউ নৃত্যের মাধ্যমে এদিনের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ভরিয়ে তোলেন। এরপর এই মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী মঞ্চে সকলের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি জানান, তাঁর ছোটবেলার স্কুল জীবনের কাহিনী। বন্ধুর জন্য মার খাওয়ার গল্প।

শারীরিক অসুস্থতায় শিক্ষকদের তৎপরতায় বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার গল্প। সব মিলিয়ে আগামী জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের কি করতে হবে তা বোঝালেন মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী। সর্বোপরি মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আজকে এই স্কুলে আসতে পেরে আমি খুব খুশি। স্কুলের বেশ কিছু পরিকাঠামো রয়েছে, তা চেঞ্জ করা প্রয়োজন। তাতে আমি নিশ্চই সহযোগিতা করব।' সব থেকে বড় বিষয় এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এই বিদ্যালয়ে ছিল একটি হোস্টেল, সেই হোস্টেল আজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। গরিব ছাত্রছাত্রীরা এই হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতো। মন্ত্রী দিবাকর ঘরামি প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন এই হোস্টেল যাতে আগের মতো পুনরায় চালু হয়।

ঝাড়গ্রামে বাড়ছে বুনো হাতির তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলায় বনবিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতির দল। যখন তখন গ্রামে ঢুকে সবজি ক্ষেতে তাণ্ডব চালাচ্ছে। আক্রমণ করছে গ্রামবাসীদের। ফলে ওইসব এলাকার বাসিন্দারা হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ট হয়ে উঠছেন। কয়েকদিন ধরেই সাঁকরাইল, জামবনি ও ঝাড়গ্রাম থানা এলাকায় হাতির দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আগে রাতের অন্ধকারে চাষের জমিতে নেমে ফসলের ক্ষতি করত। এখন দিনের বেলাতেও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে জমির ফসল খেয়ে যাচ্ছে। পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করছে

শাক, সবজির ক্ষেত। হাতির তাণ্ডবে এভাবেই জঙ্গল লাগোয়া গ্রামবাসীদের চাষাবাদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। খাবারের সন্ধানে রাতের বেলা গ্রামে গ্রামে হাতির দল ঘুরে বেড়ানোয় প্রাণহানির আতঙ্কও বাড়ছে। গতকাল রাত একটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম থানা এলাকার বড় গহিরা গ্রামে ঢুকে পড়ে হাতির দল। একটি মাটির বাড়ি ভেঙে শুঁড় দিয়ে চালের বস্তা টেনে বের করে নিয়ে যায়। দেওয়াল ভাঙার শব্দে গ্রামবাসীদের ঘুম ভেঙ্গে গেলে গোটা গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই পরিবারের সদস্যরা পিছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। রাত নামলে হাতির দল এভাবেই বিভিন্ন এলাকার গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবারের খোঁজে। শুধু ঝাড়গ্রাম জেলাতেই নয়, হাতির দল কাঁসাই নদী পেরিয়ে মাঝেমধ্যেই চলে যাচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডা, চাঁদড়া শালবনি ও গোয়ালতোড় এলাকায়। ওই সমস্ত এলাকাতেও এই সময় করলা, পটল, ঝিঙে ইত্যাদি ফসলের পাশাপাশি বরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি করছে। বনদপ্তরে খবর দেওয়া হলে দপ্তরের কর্মীরা এসে হাতিগুলিকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শন করছেন। বিভিন্ন সময় ক্ষতিপূরণও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জঙ্গল সংলগ্ন হাতি উপদ্রুত ওই সমস্ত এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা হাতির হানা রুখতে বনদপ্তরের কাছে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন।

দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

ক্ষতিপূরণের দাবিতে দেহ আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ডিভিসি-র রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কারখানার ছাইপুকুর যাওয়ার রাস্তায় পাবড়া গ্রামের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত ঐ যুবকের নাম সুদর্শন বাউড়ি (২৮)। তাঁর বাড়ি রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের পাবড়া গ্রামেই। স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে রাস্তা পারাপার করার সময় একটি গাড়ি সুদর্শনকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ঘটনাটি নজরে আসতেই গ্রামের মানুষজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ আটকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও যান নিয়ন্ত্রণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করতে গেলে গ্রামের বাসিন্দারা তাতে বাধা দেন। তাঁরা দাবি জানান, ঘটনাটি ডিভিসি-র রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কারখানার কোনও গাড়ি। ছাইপুকুর আসা কিংবা যাওয়ার পথে তাঁকে ধাক্কা মারার ফলেই সুদর্শনের মৃত্যু হয়েছে। তাই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে। রঘুনাথপুর থানার আই সি অতনু সাঁতরা বিশোল পুলিশ বাহিনী নিয়ে আন্দোলনকারীদের আশ্বাস দেন। তারপর বিক্ষোভ উঠে গেলে দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা চণ্ডীতলার বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সমাজ মাধ্যমে এসে স্বাতী খন্দকার বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে আমি দীক্ষিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীকে আমি দাঁড়িয়ে চণ্ডীতলা বিধানসভায় জয়লাভ করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আমি আছি।' তৃণমূলে এখন মুষলপর্ব চলছে। এরই মধ্যে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন চণ্ডীতলার তৃণমূল বিধায়ক স্বাতী খন্দকার। এদিন চুঁচুড়ায় তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠক ছিল। সেখানে আমন্ত্রণ পেয়েও না যাওয়ায় কল্যাণ নিশানা করেন চণ্ডীতলার বিধায়ককে। এই নিয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বাতী বলেন, 'চুঁচুড়ায় সাংগঠনিক মিটিং ডাকা হয়। সেখানে আমাকেও ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু আমার পা ভাঙা থাকায় আমি যেতে পারিনি। উনি যা পারলেন তাই বললেন। আমার পরিবার কংগ্রেসের পরিবার। তাই আমি রাজনীতি বুঝি। আজকে উনি কী করে বলেন স্বাতী খন্দকার বেইমানি করেছে। যা বলার দিদি বলুক, ওনাকে বলতে হবে না।'

কল্যাণকে নিশানা করে স্বাতী বলেন, 'উনি দলকে কত ব্ল্যাকমেইল করেছেন, উনি নিজে জানেন না? আমার চণ্ডীতলাকে দু'ভাগ করেছে সুবীর মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে। সুবীর মুখোপাধ্যায়কে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন উনি। কেন তিনি নিজের ছেলেকে উত্তরপাড়ায় টিকিট দিয়েছেন? দিলীপ যাদব, সুবীর মুখোপাধ্যায় ইন্দ্রজিৎ ঘোষ অনেকে ছিলেন, তাঁদের টিকিট দিলেন না কেন? নিজেরটি উনি খুব ভালো বোঝেন। চণ্ডীতলায় যেটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হত, সেটা উনি শ্রীরামপুরে নিয়ে গিয়েছেন। উনি কোনওদিন চিঠি করেননি। উনি মনে করেন আমি যা পারব তাই বলব। আমি কাউকে ফোনে থ্রেট করিনি। আমি মিটিংয়ে আসার জন্য কাউকে কিছু বলিনি। উনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। উনি সারাজীবন নিজের ছাড়া কিছু বোঝেন না। উনিও ২০০৬ সালে হেরে গিয়েছিলেন।' স্বাতীর স্বামী প্রয়াত আকবর আলি খন্দকার শ্রীরামপুরের সাংসদ ছিলেন একসময়। সেই প্রসঙ্গ তুলে কল্যাণকে আক্রমণ করে স্বাতী বলেন, 'এই শ্রীরামপুর আসনই ওনার দরকার। অপরের চাষ করা জমিতে দাঁড়িয়ে উনি হয়েছেন সাংসদ। উনার কী ক্ষমতা আছে? উনি এত কথা বলেন। আমার পা ভেঙে গিয়েছে, ৪১ দিন হয়ে গিয়েছে, একটা সাংসদ ফোন করেনি। আমি দিদির বাড়িতে ফোন করেছিলাম। একুশে আমার ছেলেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা-তা কথা বলেছেন। উনি কোনওদিন ছাড়েননি, যা পারেন তাই বলেন।'

এখানেই না থেমে স্বাতী খন্দকার বলেন, 'ওনার যে রাইট হ্যান্ড পাপ্পু, তিনি কেন পাঁচতলা হোটেলে গিয়ে মিটিং করতে গেলেন? আমাকে বলছে ঢুকতে দেব না। আমার বিধানসভায় আমি ঢুকব কি না ঢুকব, সেটা ওনাকে কৈফিয়ত দেব নাকি? উনি নিজের সংসদীয় এলাকায় এসে মিটিং করুক, বড় বড় কথা চুঁচুড়ায় বললে হবে না। ওর জন্য এই সাংসদরা চলে গিয়েছেন। শুধুমাত্র অন্যায় কথার জন্য। সাংসদরা চলে গেলেন কেন? উনি সব বিধায়ককে এভাবেই তাড়াতে চাইছেন। উনি আগে নিজে ঠিক হন, তারপর সবাইকে বিচার করবেন।'

আরামবাগে পালস পোলিও কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা রাজ্য জুড়ে রবিবার পালস পোলিও কর্মসূচি পালিত হলো। রাজ্যে জাতীয় পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সেই মতো আরামবাগ মহকুমা জুড়ে এই কর্মসূচি হয়। এই বিশেষ দিনে ০ থেকে ৫ বছর বয়সী সমস্ত শিশুকে পোলিও টিকার দুই ফোঁটা খাওয়ানো নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য কর্মীরা। হুগলি জেলা প্রশাসনের নির্দেশে স্বাস্থ্য দপ্তর মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের পোলিও খাওয়াবেন। জানা গিয়েছে, পোলিও টিকাকরণের এই কর্মসূচি শেষ হবে মঙ্গলবার। পোলিও টিকাকরণ এই কর্মসূচি মূলত রবিবার হয়ে থাকে। তাই পোলিও রবিবার বলেই পরিচিত। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে পোলিওমুক্ত ভারত বলে ঘোষণা করা হয় ভারতকে।

এই বিষয়ে গোঘাটের আনুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের

পালস পোলিও শিবিরে আসা এক গৃহবধূ জানান, সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে পোলিও খাওয়ানো হচ্ছে। দেশকে পোলিও মুক্ত করতে সকল শিশুকে পালস পোলিও খাওয়ানো প্রয়োজন। জানা গেছে, প্রতিটি স্থানীয় হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং সরকারি স্কুলগুলোতে অস্থায়ী বুথ তৈরি করে পালস পোলিও খাওয়ানো হয় শিশুদের। এই বছর রাজ্যের লক্ষাধিক শিশুর পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া ও প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদেরও টিকার আওতায় আনতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন পোলিও নির্মূলের বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করতে সকাল থেকেই স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা গেছে। এই বিষয়ে আরামবাগের এক স্বাস্থ্য কর্মী বলেন, 'নিয়মিত টিকার পাশাপাশি এই ধরণের বিশেষ ড্রাইভগুলো সমাজ থেকে পোলিও ভাইরাসকে চিরতরে দূরে রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগ মহকুমা জুড়ে সফল ভাবেই এই কর্মসূচি হয়।'

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

সংশোধনী নোটিশ

রেফা : দাবি নোটিশ সারফেসি এর ধারা ১৩(২) তারিখ ২৩.০১.২০২৬ অধীন উল্লেখ্য নং এএফএল/সিও/২০২৬-২৭/লিগাল/জানু/৪৬১ এবং নোটিশ সারফেসি এর ধারা ১৩(৪) অধীন তারিখ ০৯.০৪.২০২৬ অনুযায়ী।

নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনে এবং ধারা ১৩(১২) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০২.২০২৪ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) /বন্ধকদাতা (গণ) ১) মহম্মদ জাহাঙ্গীর ২) সুলতানা বেগম ৩) এনএস ইমপেক্স ইন্ডিয়া প্রা লি- ১৪ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, ধর্মতলা, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৩ তাদের বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি আরও নির্দিষ্ট বিস্তারিতমতে তপশিল এ তে বর্ণিতমতে উক্ত দাবি নোটিশে ৮,০০,২৫,১৩৬ টাকা (আট কোটি পঁচিশ হাজার একশো ছত্রিশ টাকা) বকেয়া ৫ জানুয়ারি ২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ চুক্তিমোতাবেক হারে পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লিখিত দাবি নোটিশ অনুযায়ী এবং প্রতীকী দখলীকৃত নোটিশ অনুযায়ী সংশোধনীর বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদ যা **তপশিল** এ তে উল্লিখিত অনুযায়ী ।

জামিনদত্ত সম্পদ **তপশিল** এ তে উল্লিখিত মতে প্রকৃত বিস্তারিত পড়তে হবে "**সমুদয় ভবন প্রেমিসেস নং ১৪, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, থানা : তালতলা বর্তমানে নিউ মার্কেট, ওয়ার্ড নং ৫২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৩, পরিমাপ ১৩ কাঠা ১৪ ছটাক ১৮ বর্গফুট তদস্থিত নির্মাণ ইটের তৈরি দেওয়াল এবং শেড পরিমাপ ৭১০০ বর্গফুট কমবেশি।**"

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" **এবং** "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" ২০.০৭.২০২৬ তারিখে, ৫৫,৪২,৩৮১ টাকা (পঞ্চান্ন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ একাশি টাকা) ০৫.০৫.২০২৬ অনুযায়ী **[দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ৪৭,৮৩,১১২ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার একশ বারো টাকা) ০৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বায়োটেক ফাউন্ডেশন (২) সুদীপা চক্রবর্তী (৩) রেখা বসু (৪) অমিত চক্রবর্তী (৫) নীলাঞ্জন বসু (৬) নারায়ণ বসু এবং (৭) ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

স্থাবর জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

হোল্ডিং নং -৯, ঠাকুর হাট রোড, প্লট নং বি২ এবং বি৩, বারাসত পুরসভা অধীন, থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ৭০, আরএস দাগ নং ১২৮, আরএস খতিয়ান নং ১৭, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ১০৪, মৌজা -আমড়াডাঙ্গা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১২৮, পরিমাপ ৫৮৪৮ বর্গফুট।

ভবন/প্লট এর চৌহদ্দি :
পূর্বে : দাগ নং ১২৯।
পশ্চিমে : সড়ক।
উত্তরে : দাগ নং ১২৯।
দক্ষিণে : দাগ নং ১৪৬।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২০.০৭.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	১৭.০৭.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৭০,৫৭,৩৮৪ টাকা (সত্তর লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ চুরাশি টাকা)
* সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ বিক্রি হবে না।
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : **৭,০৫,৭৩৮ টাকা (সাত লাখ পাঁচ হাজার সাতশ আটত্রিশ টাকা)**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মো নং : শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য মো : ৯৮১১৭১০৫৫৮

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.infolarge.com** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ২৭.০৬.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
AGI GREENPAC
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল : agiinvestors@agigreenpack.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpack.com
নোটিশ
(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য)

বিষয় : কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ("আইইপিএফ") অথরিটি এর ডিমাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর ধারা ১২৪(৬) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৬-ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ সংশোধিত মতে (রুলস), অনুযায়ী কোম্পানি যেসকল অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড বা অপ্রদেয় একদিক্রমে সাত বছর সেগুলি এনএসডিএল এর অধীন ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) এর ডিমাট অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।

পূর্বোক্ত নিয়মের অধীনে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানি ২৫ জুন ২০২৬ তারিখে কোম্পানির কাছ থেকে বা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর আগে এই ধরনের লভ্যাংশ দাবি করার জন্য নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৃথকভাবে যোগাযোগ করেছে।

কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে www.agigreenpac.com-এ আইইপিএফ-তে স্থানান্তরের জন্য এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের ২০২৬-২০২৭ আর্থিক বছরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার জন্য অদাবিকৃত লভ্যাংশ এবং শেয়ারগুলির বিশদ বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা আর্থিক বছর ২০১৮-২০১৯ এবং তার পরের জন্য তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি তাদের ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বা তার আগে প্যান কার্ডের একটি অনুলিপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি বাতিল চেকের পাতা সহ একটি লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোম্পানির কাছ থেকে তাদের লভ্যাংশ দাবি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে শেয়ারহোল্ডারদের নামে নিবন্ধিত অন্তর্নিহিত শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি উভয়ই এই ধরনের শেয়ারগুলিতে সংগৃহীত সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে, পূর্বোক্ত বিধিগুলির অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।

শেয়ারহোল্ডাররা আরও অবগত হন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদ বিবরণ বিবেচনা করা উচিত এবং কোম্পানির দ্বারা বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার এবং ডিপোজিটরিতে নির্দেশনা(গুলি) জারি করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারীরা, পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৮- ২২৪৮/ ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯ বা ই-মেইল contact@mdplcorporate.com -এ যোগাযোগ করবেন।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(ওমপাল)
কোম্পানি সেক্রেটারি
এ৩০৯২৬

তারিখ : ২৬ জুন ২০২৬
স্থান : গুরুগ্রাম

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" **এবং** "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" ২৭.০৭.২০২৬ তারিখে, ২,০৭,৮০,০৯০ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ আশি হাজার নব্বই টাকা) ০৫.০৬.২০২৬ অনুযায়ী **[**দাবি নোটিশ তারিখ ১৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর **১,৭৩,০৪,৪৪৩ টাকা (এক কোটি তিয়াত্তর লাখ চার হাজার চারশ তেতাল্লিশ টাকা) ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) গুলাম সরওয়ার (২) নিখাত পারভিন (৩) সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজেস** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

প্লট নং ১৬, হোল্ডিং নং ৩৮-৩৯/৪, জয়া বিবি রোড, ঘুষুড়ি, মৌজা -ঘুষুড়ি, জেএল নং ১৮, দাগ নং ১০৬, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ এবং ১৫৭,খতিয়ান নং ৪৭, ৫৩ এবং ৫৪, থানা- মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ১, বরো নং ১ হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০৭, পরিমাপ ১২,৫২২ বর্গফুট।

ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : সাধারণ চলার পথ।
পশ্চিমে : প্লট নং ১৭।
উত্তরে : সাধারণ চলার পথ এবং পরে প্লট নং ১৮।
দক্ষিণে : ১৯.৫ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং পরে প্লট নং ১, ২, ৩, ৪।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২০.০৭.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	১৭.০৭.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ২,৬৩,৫৮,২৫৯ টাকা (দুই কোটি তেষট্টি লাখ আটান্ন হাজার দুশো উনষাট টাকা)
* সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ বিক্রি হবে না।
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : **২৬,৩৫,৮২৬ টাকা (ছাব্বিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশ ছাব্বিশ টাকা)**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মো নং : শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য মো : ৯৮১১৭১০৫৫৮

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.infolarge.com** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠান।

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" **এবং** "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে, ৬৩,৮০,৭৯৬ টাকা (তেষট্টি লাখ আশি হাজার সাতশ ছিয়ানব্বই টাকা) ০৫.০৬.২০২৬ অনুযায়ী **[দাবি নোটিশ তারিখ ১৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ৫২,১২,৭৩১ টাকা (বাহান্ন লাখ বারো হাজার সাতশ একত্রিশ টাকা) ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বিপাশা বণিক (২) রতন বণিক** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৫ ডেসিমেল তদস্থিত একতলা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ১৫৩৮ বর্গফুট অংশ আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৩২৫, এলআর এবং খতিয়ান নং ৩২২, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১১৫৩(পরচা), জেএল নং ১০৭, আরএস নং ১৭০, তৌজি নং ১২, মৌজা- পীরগাছা, থানা : দত্তপুকুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১২৫।

ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : দীনেশ বিশ্বাস এর জমি।
পশ্চিমে : রূপা মিত্র।
উত্তরে : সন্তোষ কুমার এর সম্পত্তি।
দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া রোড।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩০.০৭.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৭.০৭.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৮৯,৪৩,৪০০ টাকা (উননব্বই লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ টাকা)
* সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ বিক্রি হবে না।
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : **৮,৯৪,৩৪০ টাকা (আট লাখ চুরানব্বই হাজার তিনশ চল্লিশ টাকা)**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মো নং : শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য মো : ৯৮১১৭১০৫৫৮

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.infolarge.com** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ২৭.০৬.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

সিএবিতেও স্বজনপোষণ ও থ্রেট কালচার!

বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরব বাঁকুড়া জেলা ক্রিকেট সংস্থার সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) তে আগে রীতিমতো থ্রেট কালচার চলত। এমনকি সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভায় রাজ্যের জেলা ক্রীড়া সংস্থাগুলি থেকে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন তা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হতো। এটা নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু তা মানতে হয়েছে। এমনটাই দাবিতে সরব হয়েছে বাঁকুড়া জেলা ক্রিকেট সংস্থা তথা বাঁকুড়া জেলার ক্রিকেটপ্রেমীরা। তাঁদের মতে সিএবিতে থ্রেট কালচার চলছে। রবিবার সকালে তামলিবাঁধে স্টেডিয়াম এলাকায় ক্রিকেটপ্রেমীদের এই মন্তব্য করতে শোনা যায়। অন্যদিকে, অনেকের মতে, বাঁকুড়া জেলার ক্রিকেটের সার্বিক উন্নয়নে নিয়ে বার্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত নিক সিএবি। সেটাই প্রয়োজন। সিএবি-র বার্ষিক সভায় বাঁকুড়া জেলার হয়ে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন সেটা বড় কথা নয়। একইসঙ্গে সিএবি-র থ্রেট কালচার নিয়ে বাঁকুড়ায় সরব হয়েছেন অনেকেই। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে রাজ্যে সরকার বদলের পর।

সম্প্রতি, নিয়ম মেনে বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কে প্রতিনিধিত্ব করবেন সিএবির বার্ষিক সভায়। বাঁকুড়া ডিএসএ-এর তৎকালীন সচিব অতনু দে অভিযোগ করেন, 'বাঁকুড়া জেলা ক্রিকেট সংস্থার স্পেশ্যাল এজিএম করে তাঁকে সিএবি-র বার্ষিক সভায় প্রতিনিধি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন সদস্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। গভীর রাতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ফোন করে এই চাপ দেন। তাদের বলা হয় সিএবি বার্ষিক সভায় যেন আশিস চক্রবর্তীকে পাঠানো হয়। তারপর ওই ফর্মে তাঁর নাম কেটে আশিসবাবুর নাম বসানো হয়। তিনি ও তৎকালীন কার্যকরী সভাপতি গৌতম দাস পরিবর্তিত সিদ্ধান্তে সই করতে বাধ্য হন।' অতনুবাবু বলেন, 'এই ব্যাপারে অনেকেই যুক্ত ছিলেন। তাই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের কোনও উপায় ছিল না।' তাকে কার্যত জোর করে সরিয়ে সিএবিতে পাঠানো হয় আশিসবাবুকে। বাঁকুড়া জেলা ক্রিকেট সংস্থার বর্তমান কার্যকরী প্রেসিডেন্ট সুদীপ চক্রবর্তীর অভিযোগ তিনি গত নভেম্বর মাসে এই দায়িত্বে এসেছেন। গতবার সিএবি-র এজিএমে বাঁকুড়া ডিএসএ-র তৎকালীন সচিব অতনু দে-কে পাঠানোর কথাই বৈঠক করে চূড়ান্ত হয়েছিল। অভিযোগ, এই ঘটনার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে ধমক দিয়ে আশিস চক্রবর্তীর নাম পাঠাতে বলা হয় সিএবি-তে। এতে বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীও যুক্ত ছিলেন। এমনকি এজন্য তৃণমূল ভবনে ডেকেও ধমক দেওয়া হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, আগামী ২০ জুলাই সিএবির বিশেষ সাধারণ সভা রয়েছে। বাঁকুড়া থেকে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন তা নিয়ে চলছে জল্পনা। তবে সুদীপবাবু স্পষ্ট জানান, বাঁকুড়া থেকে কাকে পাঠানো হবে, তা এজিএম করে চূড়ান্ত হবে। সিএবি-কে এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সেটা জানানোও হয়েছে। বাঁকুড়া চায় পুরোটা স্বচ্ছতার সঙ্গে হোক। থ্রেট কালচার আর চলবে না। 'ভয় আউট, ভরসা ইন।'

বাঁকুড়ার আগে মেদিনীপুর ও নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকেও একই রকম অভিযোগ উঠেছিল। যদিও এই বিষয়টি সম্পূর্ণ জেলা ক্রীড়া সংস্থাগুলির নিজস্ব ব্যাপার। কোন জেলা সংস্থা, কাকে প্রতিনিধি করে পাঠাবে, এব্যাপারে সিএবি-র কিছু করার নেই। এমনকি সেটা তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এমনটাই বক্তব্য বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়াবিদদের। বিগত সরকারের আমলে সিএবি-র বার্ষিক সভায় প্রতিনিধি পাঠানো নিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো থেকে শুরু করে থ্রেট কালচার কিছুই বাদ ছিল না। বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারাও সরকার বদল হতেই এনিয়ে সরব অনেকেই। এই বিক্ষোভ বাঁকুড়ায় দানা বাঁধতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি আশিস চক্রবর্তী সিএবি অ্যাপেক্স কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে তাই লোঢা আইন অনুযায়ী অ্যাপেক্স কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনি।

স্বর্ণপদক জিতে দেশের মুখোজ্জ্বল করল বসিরহাটের তিন কন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাংলাদেশ, পাকিস্থান কে হারিয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে দেশে ফিরলো বসিরহাটের তিন কন্যা। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখোজ্জ্বল করল সীমান্ত শহর বসিরহাটের তিন কন্যা স্নিগ্ধা গাইন, আরোহী মণ্ডল এবং স্নেহা রায়। বর্ণাঢ্য র‍্যালি, ফুলের মালা ও উচ্ছ্বাসে তাঁদের সংবর্ধনা জানালো বসিরহাটবাসী। নেপালের কাঠমাণ্ডুতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে এলাকায় খুশির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে স্নিগ্ধা, আরোহী এবং স্নেহা। সম্প্রতি নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। ওয়েস্টার্ন-সহ নাচের একাধিক বিভাগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের একক দক্ষতা ও নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে বিচারকদের মন জয় করে নেয় বসিরহাট মহাকুমার এই তিন প্রতিভাবান কন্যা। সোনাজয়ী নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে ছিল তেতুলিয়ার হঠাৎগঞ্জের বাসিন্দা স্নিগ্ধা গাইন, বাদুড়িয়ার বাসিন্দা আরোহী মণ্ডল ও স্নেহা রায়

রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁদের এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার, আত্মীয়পরিজন থেকে শুরু করে গোটা বসিরহাট। নেপাল থেকে সোনার পদক নিয়ে ফেরার পর তিন কন্যাকে বরণ করে নিতে উৎসবের আবহ তৈরি হয় এলাকায়। বর্ণাঢ্য র‍্যালি, ফুলের মালা ও উচ্ছ্বাসে তাঁদের সংবর্ধনা জানান স্থানীয়রা। বহু মানুষ করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান এই কৃতী সন্তানদের। তাঁদের এই সাফল্যে আনন্দে মেতে ওঠে গোটা এলাকা। তিন নৃত্যশিল্পীর প্রশিক্ষক প্রীতম অধিকারী জানান, তিনি নিজে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'ডান্স বাংলা ডান্স ২০২১'-এর ফাইনালিস্ট ছিলেন। যদিও আন্তর্জাতিক স্তরে পারফর্ম করার সুযোগ তাঁর হয়নি, তবে তাঁর ছাত্রীরা সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে। আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পারফরম্যান্সের সুযোগ পাইনি, কিন্তু আমার ছাত্রীরা দেশের জন্য সোনা জিতে এনেছে। একজন শিক্ষক হিসেবে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না।' আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সাফল্য শুধু বসিরহাট মহাকুমার গর্বই নয়, ভবিষ্যতে আরও বহু প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

নতুন সরকার আসতেই আশায় বুক বেঁধেছে কৃষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: প্লটিং করে খাল জবরদখল করায় ভেঙে পড়িছে নিকাশি ব্যবস্থা। জল যন্ত্রণার পাশাপাশি ৪২০০ একর জমির চাষ বন্ধ। তৃণমূল আমলে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। রাজ্যে সরকার বদল হতেই খাল দখল মুক্ত করে সংস্কারের আশায় বুক বেঁধেছে নিঃস্ব হতে বসা কৃষকেরা। রবিবার সকলে একত্রিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিক্ষোভ দেখাল কৃষক পরিবারেরা। তৃণমূলের আমলে একাধিকবার বিক্ষোভ অভিযোগ করে কোনও কাজ হয়নি। মুখে আশ্বাস দিলেও তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের মদতে দিনের পর দিন খালের জমি প্লটিং করে টাকার বিনিময়ে দখল হয়েছে। তাই নতুন সরকারের আমলে আবার বিক্ষোভ আন্দোলন করে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁকে চিঠি করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা শুরু হল। ঘটনাটি মাটিয়া থানা এলাকার হুলোর মোর এলাকার। খোলাপোতা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বসিরহাট পুর এলাকার একাংশ সহ চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েতের ওপর দিয়ে রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েত পর্যন্ত দীর্ঘ এই এলাকার প্রায় ৪২০০ একর কৃষি জমি রয়েছে। নিকাশি সমস্যার কারনে এই বিশাল জমির চাষ বন্ধ প্রায় ১৫ বছর ধরে। এলাকা দিয়ে বড় একটা খাল ছিল। যে খাল দিয়ে এইসব বিস্তীর্ণ এলাকার বর্ষার জল বয়ে যেত। কিন্তু তৃণমূল সরকার আসার পর তৃণমূলের বিভিন্ন প্রধান এবং নেতারা এই খালের বিভিন্ন জায়গা বন্ধ করে দখল করে মাছের ভেড়ি সহ দোকানপাট তৈরি করেছে। যে কারণে এই খাল দিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কোন জল নিকাশি হয় না। ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি বছরের প্রায় সবসময়ই জলমগ্ন থাকে। স্বাভাবিকভাবেই জমিতে চাষ বন্ধ হয়ে আছে। বছরের মধ্যে প্রায় আট মাস এই কৃষি জমিগুলোতে জল আটকে থাকে। ফলে কয়েক হাজার কৃষক পরিবার চাষ করতে না পেরে আর্থিক সংকটে ভুগছে। এলাকার মানুষ বহুবার গণস্বাক্ষর করে মহকুমা শাসক, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েত, রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েত এবং বসিরহাট পুরসভায় জানিয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অবশেষে এই নতুন সরকারের আসায় আবার তারা মুখ্যমন্ত্রী এবং মহকুমা শাসক-সহ বিভিন্ন জায়গায় আবেদনের পাশাপাশি সমস্যার সমাধানের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো।

কবি সুকান্তর জন্মজয়ন্তীতে দুর্গাপুরে সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবিবার দুর্গাপুর ইস্পাত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হল এক অনন্য শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান। মিত্রমেলা কিশোর বাহিনী-র উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল আকর্ষণ ছিল একটি সুসজ্জিত সাইকেল র‍্যালি, যেখানে অংশ নেন বহু কিশোর-কিশোরী ও যুব সদস্য।

সকালের এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা ফুল ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তায় সাজানো সাইকেল নিয়ে দুর্গাপুর ইস্পাত অঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন। র‍্যালির মাধ্যমে কবি সুকান্তের দেশপ্রেম, সমাজসেবা, মানবিক মূল্যবোধ ও সংগ্রামী চেতনার বার্তা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, দেশপ্রেম এবং বিশ্বশান্তির মতো ইতিবাচক মূল্যবোধকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যরা কবির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সমাজ গঠনে যুবসমাজের সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মিত্রমেলা কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালিকে ঘিরে দুর্গাপুর ইস্পাত অঞ্চলে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। বিভিন্ন বয়সের মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং কবি সুকান্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তা তুলে ধরেন।

মালদার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত

কংগ্রেসে যোগ প্রসেনজিৎ দাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যে তৃণমূলে ক্ষমতার অবসান হতেই মালদার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রাক্তন যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস। এক সময় ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর এবং তৃণমূলের জেলার যুব সভাপতি পদ সামলেছেন প্রসেনজিৎ দাস। পাশাপাশি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে গাজোল কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ করেই তাঁর কংগ্রেসের যোগদানের ঘটনায় জেলা রাজনীতিতে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছে। রবিবার দুপুরে মালদা টাউন হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের সাংসদ তথা জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী এবং মৌসম বেনজির নূর। তাঁদের হাত ধরেই কংগ্রেসে ফেরেন প্রসেনজিৎ দাস।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে কংগ্রেসের বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলেছিলেন প্রসেনজিৎ দাস। পরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দ্রুত দলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে ওঠেন। জেলা যুব সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। উল্লেখ্য, প্রসেনজিতের মা ছবি দাস অবশ্য ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের

কাউন্সিলর পদে রয়েছেন। প্রসেনজিৎ তাঁর মা ও বাবার সঙ্গে থাকেন সংশ্লিষ্ট পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কালীতলা এলাকায়। পরিবারে একসঙ্গে থাকলেও রাজনীতির মঞ্চে ছেলে এবং মায়ের দুই বিভক্ত দল নিয়েই কোনও সমস্যা হবে না বলেও এদিন এই যোগদান মঞ্চ থেকেও জানিয়ে দিয়েছেন প্রসেনজিৎবাবু। যদিও এদিনের কংগ্রেসের যোগদানের ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন তৃণমূল নেতার প্রসেনজিতের বিরুদ্ধেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেই নানা ভাবে প্রসেনজিৎকে ঘিরে বিদ্রুপ করেছেন। কেউ আবার সুবিধাবাদী বলে কটূক্তিও করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় বলে অভিযোগ। যদিও এইসব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে চান না প্রসেনজিৎ। তিনি বলেন, একসময় তিনি এই কংগ্রেস দলেই হাত ধরে রাজনীতি শুরু করেছিলেন। মালদার গনিখানের কংগ্রেস আবারও নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। পাশাপাশি তৃণমূল থেকে আরও বহু মুখ কংগ্রেসে আসার জন্য লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলেও দাবি করেছেন প্রসেনজিৎ। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা সাংসদ ইসাখান চৌধুরী বলেন, 'প্রসেনজিতের কংগ্রেসের যোগদানের ক্ষেত্রে সংগঠনের অনেকটাই শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন প্রসেনজিৎ অসংখ্য কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেসের যোগদান করেছেন। তাঁকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।'

এপ্রসঙ্গে রাজ্য তৃণমূলের প্রাক্তন সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'তৃণমূল পার্টিটা এই পরিস্থিতিতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে। প্রসেনজিৎ প্রাপ্তবয়স্ক ও অনুভব করেছে হয়তো কংগ্রেসে গিয়ে সঠিকভাবে রাজনীতি করতে পারবে।'

বিজেপি নেতাকে মারধরে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: ৫ বছর আগে এক বিজেপি নেতাকে তিনি মারধর করেছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশের জালে প্রাক্তন ফুটবলার তথা তৃণমূল নেতা রহিম নবীর ভাই ফিরোজ নবী। রাজ্যে পালাবদলের পর আক্রান্ত ওই বিজেপি নেতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করল ফিরোজ-সহ ২ জনকে। ধৃতদের শারীরিক পরীক্ষার সময় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চোর চোর স্লোগান দেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ২৩ জুন সন্ধেয় পাণ্ডুয়া জিটি রোড সংলগ্ন একটি রেস্টুরেন্টে বসে চা খাচ্ছিলেন বিজেপি নেতা শেখ আব্বাস আলি। অভিযোগ, সেই সময় অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা চালান প্রাক্তন ফুটবলার তথা পাণ্ডুয়া ব্লক তৃণমূলের নেতা রহিম নবীর ভাই ফিরোজ নবী এবং শেখ শফিক-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূলের নেতা কর্মী। অভিযোগ, সেই সময় শেখ আব্বাস আলিকে বেধড়ক মারধর করেন তাঁরা। এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। এতে আব্বাস আলির বাঁদিকের কানের পর্দা ফেটে যায়। তাতে তাঁর শ্রবণ শক্তি হারিয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও আব্বাস আলির শরীরে অন্যান্য ক্ষত হয়েছে বলেও অভিযোগ। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ফোন, ঘড়ি এবং নগদ কিছু টাকা ছিনিয়ে নেন অভিযুক্তরা।

৫ বছর পর রাজ্যে সরকার বদলের পর গত ২৩ মে শেখ আব্বাস আলি পাণ্ডুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল রাতে পাণ্ডুয়ার জয়পুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ফিরোজ নবী এবং শেখ শফিককে গ্রেফতার করে। ঘটনার তদন্তের জন্য ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে এদিন চুঁচুড়া আদালতে পাঠায় পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে বেশ কিছু বিজেপি কর্মী, সমর্থক জড়ো হন। ফিরোজ নবী ও শেখ শফিককে দেখে চোর চোর স্লোগান দেন। পাণ্ডুয়া থানার ওসি নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী হাজির হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

রায়নায় পালস পোলিও কর্মসূচির উদ্বোধনে বিধায়ক সুভাষ পাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সারা রাজ্যের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানের রায়নাতেও রবিবার শুরু হয় জাতীয় পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি। রায়না-১ ব্লকের মহিষবাটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিশুদের পোলিও ড্রপ খাইয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিষবাটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. মৌসুমী সোম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্যান্য চিকিৎসক, নার্স, আশা কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা।উদ্বোধনের পর বিধায়ক সুভাষ পাত্র জানান, রবিবার রায়না-১ ব্লকের মোট ১৫৮টি কেন্দ্রে এদিন ১০,৯১২ জন শিশুকে পোলিও টিকা (ড্রপ) খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। তিনি সকল অভিভাবকের কাছে আবেদন জানান, পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রতিটি শিশুকে অবশ্যই নিকটবর্তী কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে পোলিও ড্রপ খাওয়ানোর আবেদন জানানো হয়, যাতে শিশুদের পোলিওমুক্ত ও সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যায়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত প্রতিটি কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মীরা শিশুদের পোলিও টিকা প্রদান করছেন এবং কোনও শিশু যাতে এই কর্মসূচির বাইরে না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

শিশুদের পালস পোলিও খাওয়ালেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রবিবার রাজ্যব্যাপী পালস পোলিও কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুর্গাপুরের কুরুড়িয়া ডাঙা সু-স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে যান দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। সেখানে তিনি শিশুদের নিজের হাতে পালস পোলিও টিকা খাইয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে বিধায়ক প্রথমে চলমান পালস পোলিও কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। পাশাপাশি কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলা স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। এদিন তিনি উপস্থিত শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি শিশুকে পালস পোলিও টিকা খাওয়ানোর আহ্বান জানান। পরে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতায় একাধিক শিশুকে নিজ হাতে পালস পোলিও খাওয়ান বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তোলাবাজি, ধৃত রায়নার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: তোলাবাজি ও মারধরের অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈয়দ কলিমুদ্দিন ওরফে বাপ্পাকে গ্রেপ্তার করল মাধবডিহি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে বর্ধমানের নবাহাট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও মারধরের অভিযোগের তদন্ত চলছিল বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। রবিবার সকালে ধৃতকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ আদালতের কাছে রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে রায়না ও জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই ঘটনায় ধৃত বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জিআই তকমা পেল বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঙালির মিষ্টির ভাণ্ডারে আরও এক গর্বের সংযোজন। অবশেষে জিআই তকমা পেল বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ। এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত জেলার মিষ্টি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ভোজনরসিকরাও। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর মিলেছে এই স্বীকৃতি। ২০২২ সালে জিআই তকমার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। নানা প্রক্রিয়া শেষে অবশেষে মিলল কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। ব্যবসায়ীদের আশা, এবার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়বে বেলিয়াতোড়ের মেচার সুনাম। তবে শুধু স্বাদ নয়, মেচা সন্দেশকে ঘিরে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাসও। এর উৎপত্তি নিয়ে রয়েছে একাধিক মত। এক পক্ষের দাবি, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের আমলেই বেলিয়াতোড়ে এই বিশেষ মিষ্টির সূচনা। অন্য মতে, বর্ষাকালে ধর্মরাজের মেলায় গুড়ের লাড্ডু আর্দ্রতায় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক গিরিশচন্দ্র মোদক নতুন ধরনের এই মিষ্টি তৈরি করেন। সেই মিষ্টিই পরবর্তীকালে বেলিয়াতোড়ের মেচা নামে বাংলাজুড়ে পরিচিতি লাভ করে। ছোলার ডালের বেসন, ঘি, খোয়া ক্ষীর, চিনি ও ছোট এলাচের বিশেষ সংমিশ্রণে তৈরি হয় এই মিষ্টি। একাধিক ধাপে প্রস্তুত হওয়ায় এর স্বাদ ও গন্ধ অন্য সব মিষ্টির থেকে আলাদা। আর সবচেয়ে বড় কথা, প্রায় এক মাস পর্যন্ত ভালো থাকায় দেশ-বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। মিষ্টি ব্যবসায়ীদের দাবি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে মেচা শিল্প আরও বিকশিত হবে, তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান। রাজ্যের বিভিন্ন মিষ্টি মেলা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বাজারেও বেলিয়াতোড়ের মেচাকে পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তারা। ইতিমধ্যেই চকোলেট, আম, কাঁঠাল-সহ নানা স্বাদের মেচা ভোজনরসিকদের মন জয় করেছে। তবে মেচা তৈরি মোটেই সহজ নয়। সময়সাপেক্ষ ও দক্ষতানির্ভর এই কাজের কারণে নতুন কারিগরের সংখ্যা কমছে। ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস, রপ্তানির সুযোগ বাড়লে নতুন প্রজন্মও এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পে আগ্রহী হবে।

ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল এক মহিলা। মৃত ওই মহিলার নাম সুস্মিতা চ্যাটার্জী (৩০)। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত সাঁকড়া গ্রামে। সূত্রের খবর,বাড়িতে তাঁর স্বামীর অবর্তমানে শনিবার ওই মহিলাটি বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ দেন। ঘটনাটি পরিবারের আত্মীয়দের নজরে আসতেই তাঁকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের অনুমান অবৈধ সম্পর্কের জেরে মহিলা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। রঘুনাথপুর থানায় দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে মৃতের স্বামী অমিত চ্যাটার্জী জানান, 'শনিবার আমি বাড়ির বাইরে ছিলাম। হঠাৎ ভাই ফোন করে জানায় স্ত্রী ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কাজের জায়গা থেকে হাসপাতালে ছুটে যাই। হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আমার আত্মীয়রা আমায় জানিয়েছে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক তাঁরা দেখে ফেলেছিল। তাই সে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে।'

আন্তর্জাতিক ফেসবুক গ্রুপের সবুজায়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আগামী প্রজন্মকে দূষণমুক্ত পৃথিবী উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ইউটিউবার জাংজীত পাল, আন্তর্জাতিক ফেসবুক গ্রুপ 'শহরের বাগান'-এর প্রধান এডমিন কালিবাজার আমতলা ডিস্ট্রিক্ট ক্যারাটে গ্রাউন্ডে একটি কর্মসূচির আয়োজন করেন। প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন শহরে এরকম বিভিন্ন ধরনের ফুল, ফলের গাছ দিয়ে ফেসবুক গ্রুপ মিট করেন। কিন্তু এবারে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে বর্ধমানের বুকে প্রথম উষ্ণতা কমাবার জন্য সকল সবুজ প্রেমীদের আহ্বান জানান। মাত্র পাঁচ বছর আগে মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে সবুজ পৃথিবী গড়ার শপথ নিয়ে কাজ শুরু করেন। আজ তাদের মেম্বার ৯৪ হাজার। এই কাজে এখন পর্যন্ত ১৮ জন এডমিন নিয়োগ করা হয়েছে। কল্যাণী থেকে আগত কার্যকরী এডমিন প্রদীপ দাস বলেন, 'আমাদের প্রধান কাজ হল বিভিন্ন শহরগুলিতে বিনা পয়সায় মেম্বারদের ফুল ও ফলের গাছ বিতরণ করা। শহরে জায়গা না থাকার কারণে এই ছোট ছোট গাছ বাগানে, বারান্দায়, ছাদে ও বাড়িতে লাগাতে বলা হয়। তাতে প্রচুর অক্সিজেন মেলে। অক্সিজেনের ঘাটতি মেটানো এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যে।' এডমিন পীযূষ মুখার্জি, সন্দীপ চ্যাটার্জি, বরুণ দে ও বয়স্ক বরিষ্ঠ অভিজ্ঞ রূপালী চ্যাটার্জী-সহ বিভিন্ন শহরের বিশিষ্টজনেরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন শহরের গাছ বিতরণ করেন। এইরকম সবুজ প্রেমী মেম্বার বিভিন্ন শহর থেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে 'শহরের বাগান'এর গুরুত্ব বোঝান। বিভিন্ন বিশিষ্ট মেম্বারদের ও ডিস্ট্রিক্ট ক্যারাটে মেম্বারদের উপস্থিতিতে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। বর্ধমান সদর প্যারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রলয় মজুমদার তাদের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করার কথা দেন তিনি। পাশাপাশি কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক ও জাতীয় মেন্টর স্টেম এডুকেটর ও শিক্ষারত্ন তিনি বলেন, 'শহরের বাগান-এর বিলি করা ফুলগাছ পরাগ মিলনে মৌমাছি, কীট পতঙ্গের সাহায্যে কৃষির পাশাপাশি বিশ্ব পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে পারে। মানুষের মানবিক মানসিক ভালো থাকা ও রাখার শক্তির উৎস হতে পারে। শহরের বাগান-এর বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ দান জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে নিশ্চিতভাবে সহায়ক হবে, এবং পরিণামে মানবসভ্যতার পক্ষে শুভদায়ক।' বিশিষ্ট পুষ্টি বিশেষজ্ঞ পরিবেশ বিদ ও শিক্ষক তথা সমাজসেবী প্রলয় মজুমদার জানান, 'শহরে বাগান প্রদত্ত গাছ ও বর্ধমান সদর প্যারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যৌথভাবে পরিবেশের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বের নীতিপ্রণেতাদের পথ দেখাবে।' বিশিষ্ট অন্যতম প্রধান এডমিন চিত্রশিল্পী সমাজসেবী তথা অন্যতম প্রধান এডমিন প্রদীপবাবু শহরের বাগান-এর উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন এবং সমস্ত মেম্বারদের উদ্বুদ্ধ করেন।

Ekdin_Page_7_29062026_Layout 1 6/28/2026 10:23 PM Page 1

১৫ হাজার বিষ ক্যাপসুল বানিয়ে গণহত্যার ছক!

মুম্বই, ২৮ জুন: প্রায় ১৫ হাজার বিষ ক্যাপসুল বানিয়ে মহরমের শোভাযাত্রায় গণহত্যার ছক। শুধু তাই নয়, সেই ক্যাপসুল খেয়ে অন্তত ১১ জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে সূত্রের খবর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম ফায়াজ প্রেমজি।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার মহরম উপলক্ষে মুম্বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। তার মধ্যে বাইকুল্লা এলাকায় একটি বড় শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ফায়াজ। অভিযোগ, সেখানেই তিনি বিষাক্ত ওই ক্যাপসুল খাবার মধ্যে লুকিয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিলোচ্ছিলেন। সেই ক্যাপসুল খেয়ে অন্তত ১১ জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অধিকাংশই বমি করতে শুরু করেন এবং পেটে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। এরপরই বাকিদের সন্দেহ হয়। তড়িঘড়ি তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। অসুস্থরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গিয়েছে, ক্যাপসুলগুলিতে জিঙ্ক ফসফাইড ছিল, যা একটি বিষাক্ত রাসায়নিক। মূলত ইঁদুর মারার বিষ তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়। পুলিশের দাবি, জেরায় ফায়াজ জানিয়েছেন, মহরমের দিন প্রায় ১৫ হাজার মানুষকে বিষ খাইয়ে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তিনি। গণহত্যার জন্য তিনি প্রায় ৩০ হাজার বিষ ক্যাপসুল বানিয়েছিলেন। তবে ধৃতের কাছ থেকে ১৪ হাজার ৯০০টি ক্যাপসুল উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কী কারণে তিনি এই ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর সঙ্গে কোনও জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

তদন্ত উঠে এসেছে, ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ফায়াজ একাধিকবার ইরান ও ইরাক যাত্রা করেছেন। শুধুমাত্র গত এক বছরেই তিনি ১৯ বার ইরান ও ইরাকে গিয়েছেন। এখান থেকেই তদন্তকারীদের আশঙ্কা, তিনি কোনও সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। তাদের নির্দেশেই ভারতে এই গণহত্যার ছক করেছিলেন। তবে জানা গিয়েছে, ফায়াজের বোন ইরানে ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে কর্মরত। তাঁর মা-ও বর্তমানে ইরানে রয়েছেন। বর্তমানে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি, তাঁর মোবাইল ফোন, ডিজিটাল নথিপত্র, আর্থিক লেনদেন সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

‘রাজনীতি ২৪ ঘণ্টার কাজ’, রাহুলকে কটাক্ষ প্রণব-কন্যার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: রাজনীতির ময়দানে কিছুদিন সক্রিয় থাকার পর যেন ‘গা ঢাকা দিয়েছেন’ বা ‘অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন’। এই ভাষাতেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। এখানেই না থেমে রাহুলের নাম না করে শর্মিষ্ঠা বলেন, রাজনীতি অবশ্যই সর্বক্ষণের কাজ হওয়া উচিত।

একটি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শর্মিষ্ঠা অভিযোগ করেছেন, রাহুল যবে থেকে কংগ্রেসের মুখ হয়ে উঠেছেন, তবে থেকেই একের পর এক নির্বাচনে কংগ্রেস হারছে। বিগত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে প্রণবকন্যার মন্তব্য, ‘ওই নির্বাচনে কংগ্রেস ৯৯টি আসনে জয়লাভ করেছিল। তার আগে রাহুল ভারত জোড়ো যাত্রা করেছিলেন। তার ফলও মিলেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হল, কিছু কর্মসূচির পরেই অদৃশ্য হন রাহুল। ভারত জোড়ো যাত্রার প্রথমবার্ষিকীর সময় কোথায় ছিলেন তিনি? রাজনীতি চব্বিশ ঘণ্টা এবং ৩৬৫ দিনের কাজ। তুমি এলে এবং দু’দিন বাদে চলে গেলে, কিছু সভা করলে এবং অদৃশ্য হলে। আমার মতে এভাবে রাজনীতি করা যায় না।’

শর্মিষ্ঠার মতে, কেবল জোট করে কেউ নির্বাচনে জিততে পারে না। কংগ্রেস দলটিকে শক্তিশালী হতে হবে। তিনি বলেন, ‘এমনকী আমি যখন কংগ্রেসে কাজ করতাম, তখনও তাদের মূল মনোযোগ ছিল জোট গঠনের মাধ্যমে জয়ী হওয়ার ওপর, দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করার ওপর নয়। নিজেদের শক্তিতে জয়ী হওয়ার মতো মানসিকতা বা উদ্দীপনা, কোনওটাই তাদের মধ্যে নেই।’ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মেয়ে মনে করেন, সাংগঠনিক শক্তি বিষয়ে অমনোযোগ এবং বারবার নির্বাচনী পরাজয় রাহুল গান্ধির ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করে।

শর্মিষ্ঠার সাফ কথা, ‘২০১৪ সাল থেকে রাহুল গান্ধি কংগ্রেসের প্রধান মুখ। ২০১৪ সালের পর থেকে কংগ্রেস একের পর এক নির্বাচনে হেরে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন জননেতা। বিপুল জনসমর্থন থেকেই তাঁর জনপ্রিয়তা স্পষ্ট বোঝা যায়। রাহুল গান্ধি কংগ্রেসের জন্য তেমন জনসমর্থন আদায় করতে পারছেন না। এটি রাহুল গান্ধিরই ব্যর্থতা।’

রামমন্দির অনুদান-কাণ্ডে অযোধ্যায় জোরদার তল্লাশি

অযোধ্যা, ২৮ জুন: অযোধ্যায় রাম মন্দিরের অনুদান চুরির ঘটনায় জড়িত আট অভিযুক্তের বাড়িতে রবিবার একযোগে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তদের কাছে থাকা অর্থের উৎস খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ দিন তল্লাশি দলে পুলিশ ছাড়াও ছিলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার আধিকারিকেরা। নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে এক রাজস্ব দপ্তরের কর্মকর্তাও রয়েছেন। গত সপ্তাহে সিসি ক্যামেরার ফুটেজের ভিত্তিতে আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মন্দিরে জমা পড়া নগদ গোনার কাজে ওই আট জন যুক্ত ছিলেন। রবিবার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের উপস্থিতিতে লবকুশ মিশ্র, অবিনাশ শুক্ল এবং রমাশঙ্কর যাদব-সহ বাকিদের বাড়িতে এই অভিযান চালায় পুলিশের পৃথক দল। শুক্রবার আদালত আট জনকেই ২৯ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠিয়েছিল।

সূত্রের খবর, চুরির ঘটনা জানাজানি হওয়ার আগেই গোটা বিষয়টি জানতেন রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রধান চম্পত রাই। তিনি নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন অভিযুক্তদের একজনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ওই তল্লাশিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ উদ্ধারও হয়। তা সত্ত্বেও মন্দিরের তরফ থেকে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এই বিরাট অঙ্কের চুরি কি ধামাচাপা দিতে চাইছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ? সূত্রের খবর, গত ৫ জুন পুলিশ হানা দেয় চুরির অন্যতম অবিনাশ শুক্লর বাড়িতে। পুলিশি তল্লাশির নেপথ্যে ছিলেন চম্পত স্বয়ং। তাঁর নির্দেশেই ট্রাস্টের কয়েকজন প্রতিনিধি পুলিশ নিয়ে পৌঁছন অবিনাশের বাড়িতে। কোনও অভিযোগ বা এফআইআর দায়ের হওয়ার আগে কোন যুক্তিতে পুলিশ তল্লাশি চালাল, উঠছে সেই প্রশ্নও। ভাইরাল হওয়া একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, অবিনাশকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। সঙ্গে কালো ব্যাগ। অবিনাশের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা ওই ব্যাগে রয়েছে বলেই অনেকের অনুমান। যদিও ফুটেজের সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

প্রশ্ন উঠছে, চম্পত-সহ ট্রাস্টের একাধিক শীর্ষকর্তা জানতেন মন্দিরের অনুদান চুরির বিষয়টি। তার জেরেই অবিনাশের বাড়িতে তল্লাশি পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু পুলিশে কেন অভিযোগ দায়ের হল না? অবিনাশের বাড়িতে তল্লাশির দিনদুয়েক পরে জানাজানি হয় বিরাট চুরির ঘটনা। তা হলে কি চুরির ঘটনা আড়াল করতে চাইছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ? কার স্বার্থে বা কাকে বাঁচাতে অভিযোগ দায়ের হয়নি? উঠছে একরাশ প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, রামমন্দিরে ভক্তদের দানের টাকার একটা বড় অংশ যে চুরি গিয়েছে, সেটা এখন মোটামুটি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইস্তফা দিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ঘনিষ্ঠ চম্পত। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া, এ পর্যন্ত যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তারা নিতান্তই চুনোপুঁটি। রাঘব বোয়ালরা এখনও আড়ালে। যে চুরির অঙ্কটা কয়েকশো কোটি ছাড়িয়ে কয়েক হাজার কোটির গণ্ডিতে, সেই চুরিতে বড় মাথারা জড়িত আছেই। সব মিলিয়ে, রামমন্দিরে চুরির ঘটনায় রোজ জুড়ছে নতুন নতুন কাণ্ড।

এই পরিস্থিতিতে ফের একবার বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির অভিধানে ধর্ম বা লজ্জা;কোনওটিরই স্থান নেই। রাম মন্দির অনুদান তছরুপের ঘটনা প্রসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, ‘বিজেপির অভিধানে ধর্ম বা লজ্জা; কোনওটিরই স্থান নেই। তাদের কাছে ধর্মের চেয়ে অর্থই বড়। তাদের নীতি ‘দেশ সবার আগে’ নয়, বরং ‘অনুদান সবার আগে’। কেউ কি এমনটা কল্পনা করতে পেরেছিল? বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এমন নির্লজ্জ উপহাস; এটাই তাদের চাতুরি ও কারসাজি, আর এসবই সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। কতবার সিসিটিভি বন্ধ রাখা হয়েছিল? কতবার সেই সব ঘটনা বা ব্যক্তিদের কার্যকলাপ সামনে এসেছে? আর কী-ই বা বলার আছে? এটি বারবার ঘটে চলা এক চুরি।’

ভেনেজুয়েলায় ফের ভূমিকম্প, মৃত ১,৪৩০

কারাকাস, ২৮ জুন: ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ জোড়া ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৪৩০। প্রায় ৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। এছাড়াও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৬৮,৯০০ জনের। রাজধানী কারাকাসের কাছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কেউ জীবিত আটকে আছেন কি না, তার খোঁজে উদ্ধারকারীরা এখনও তল্লাশি চালাচ্ছেন। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে সংকটে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এরই মধ্যে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় ফের অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্প। আরাগুয়া উপকূলের অদূরে সমুদ্রে ৫.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

অন্য দিকে, ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপর্যস্তদের পাশে দাঁড়াতে ভারত ‘অপারেশন আমিস্টাড’ শুরু করেছে। মানবিক সহায়তা ও বিপর্যয়ের পর উদ্ধারকারীদের সাহায্যার্থে এই মিশনের মাধ্যমে ভারত ভেনেজুয়েলার বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারত থেকে মানবিক সহায়তা পৌঁছে গিয়েছে ভেনেজুয়েলায়। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। ‘অপারেশন আমিস্টাড’-এর আওতায় ভেনেজুয়েলায় ভারতের মানবিক সহায়তা পৌঁছনোর পর এক্স মাধ্যমে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, ‘আমি নিশ্চিত ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম দেশটিতে ভূমিকম্প-পরবর্তী চলমান ত্রাণ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করবে।’

ভিবি-জি রামজি প্রকল্প ঘিরে কেন্দ্রকে নিশানা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: ১ জুলাই থেকে চালু হতে চলা ‘বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’ বা ‘ভিবি-জি রামজি’ প্রকল্পকে ঘিরে নতুন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল কংগ্রেস। দলের দাবি, নতুন প্রকল্প নিয়ে একাধিক রাজ্য গুরুতর আপত্তি জানিয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উত্তরাখণ্ডের মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যও প্রকল্পের ফলে রাজ্যগুলির উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি অন্তত পাঁচটি রাজ্য গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে।

রবিবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ দাবি করেন, কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রীর নিজ রাজ্য থেকেও এই প্রকল্প নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সংসদের গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি, রাজ্য সরকার কিংবা অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা না করেই কেন্দ্র মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (মনরেগা) বাতিল করে নতুন আইন সংসদে পাশ করিয়েছে।

জয়রাম রমেশের দাবি, নতুন ব্যবস্থায় প্রকল্প পরিচালনা ও অর্থায়নে রাজ্যগুলির আর্থিক অংশীদারিত্ব বাড়বে, ফলে তাদের বাজেটের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হবে বলে বহু রাজ্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এছাড়া চারটি রাজ্য কৃষির ব্যস্ত মরশুমে প্রস্তাবিত ‘ব্ল্যাকআউট পিরিয়ড’-এরও বিরোধিতা করেছে। ওই সময়ে কাজ না থাকলে গ্রামীণ শ্রমিক ও কৃষক উভয়েই সমস্যার মুখে পড়বেন বলে তাদের মত। তিনি আরও বলেন, অন্তত পাঁচটি রাজ্য গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর দাবি তুলেছে, যাতে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া যায়।

কংগ্রেসের অভিযোগ, ১ জুলাই থেকে মনরেগার পরিবর্তে চালু হতে চলা ‘ভিবি-জি রামজি’ প্রকল্প নিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। মনরেগা যেখানে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে কর্মসংস্থানের আইনি গ্যারান্টি দিত, সেখানে নতুন প্রকল্পে রাজ্যগুলির আর্থিক দায় বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও কেন্দ্রীভূত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জয়রাম রমেশের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই কেন্দ্র মনরেগা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁর দাবি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত এত বড় নীতিগত পরিবর্তনের আগে সংসদীয় পর্যালোচনা, বিস্তৃত আলোচনা এবং রাজ্যগুলির সঙ্গে ঐকমত্য গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল।

‘এবছরই দেশে ফিরব’, ঘোষণা হাসিনার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে মাথার উপর। দেশের মাটিতে পা রাখলেই মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত! তবু অকুতোভয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্ভীক ঘোষণা, ‘এবছরই আমি ফিরছি দেশে। এটা আমার ব্যক্তিগত কোনও লক্ষ্য নয়। দেশের গণতন্ত্র ফেরাতে, দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে এটা জরুরি। আর মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না।’ চ্যালেঞ্জের সুরে তাঁর আরও বক্তব্য, ‘১৯৭৫ সালে গোটা পরিবারকে হারিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। আমাকেও বহুবার মারার চেষ্টা হয়েছে। ওরা আওয়ামি লিগকে রাজনীতির বৃত্ত থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে, কিন্তু তা হবে না। ওরা ব্যর্থ হবেই।’

২০২৪ সালে বাংলাদেশে সংরক্ষণ-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জেরে গদিচ্যুত হতে হয় দেশের দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রীকে। বঙ্গভবন ছেড়ে হাসিনা আকাশপথে চলে আসেন দিল্লিতে। আপাতত এখানেই তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। ওদিকে, হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রায় বছর খানেক ধরে নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ছিল। তাঁর আমলে গণহত্যা মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পাশাপাশি তৎকালীন বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকেও একই সাজা দেওয়া হয়েছে।

আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকেও নিষিদ্ধ করেছিল ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। তাই ছাব্বিশের সাধারণ নির্বাচনে লিগের কেউ ভোটে দাঁড়াতে পারেননি। যদিও বাংলাদেশের বাইরে নানা জায়গায় আওয়ামি লিগ সক্রিয়। নয়াদিল্লিতে বসে নানা সভায় দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর ভোকাল টনিক দিতে দেখা গিয়েছে হাসিনাকে। এবার বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি।

‘নিজের ঘরে তাকান’, পাকিস্তানকে তোপ ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: শনিবার ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে পাকিস্তান। করাচিতে আধাসেনা বাহিনীর ঘাঁটিতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন তিন সিন্ধ রেঞ্জার্সের জওয়ান। এই ঘটনার দায় ভারতের কাঁধে চাপায় ইসলামাবাদ। তারপরই পাকিস্তানকে তোপ দাগল ভারত। ইসলামাবাদের দাবি খারিজ করে নয়াদিল্লি জানিয়েছে, আপনারা নিজের ঘরের দিকে তাকান। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।

শনিবার সন্ধ্যায় করাচির সিন্ধ রেঞ্জার্সের সদর দপ্তরের সামনে ভয়াবহ এই বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর বেশ কয়েকটি ছোট ছোট বিস্ফোরণের শধ শোনা যায় ওই এলাকায়। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। বিস্ফোরণের পরই লাগাতার গুলির শধ শোনা যায়। পালটা জবাব দেয় পাক বাহিনীও। দীর্ঘক্ষণ দু’পক্ষের গুলির লড়াইয়ের পর মৃত্যু হয় ৬ জঙ্গির। ঘটনার জেরে পাকিস্তানজুড়ে হাই-অ্যালার্ট জারি করা হয়। কিন্তু কে বা কারা এই হামলা চালাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে একটি সূত্রের খবর, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে জামাত-উল-আহরার নামে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। কিন্তু একাধিক পাক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে এই হামলার জন্য ভারতকে দায়ী করা হয়। তারপরই ইসলামাবাদকে তোপ দাগে নয়াদিল্লি।

রবিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল একটি বিবৃতি জারি করেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘করাচির সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য পাক প্রতিবেদনগুলিতে ভারতকে দায়ী করা হচ্ছে। এ ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে তা প্রত্যাখ্যান করছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘পাকিস্তানের অন্যের দিকে আঙুল তোলা বন্ধ করা উচিত। পরিবর্তে নিজেদের দেশের দিকে তাকানো উচিত। পাক ভূখণ্ডে সক্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ করা উচিত। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি সন্ত্রাসবাদের উপর নির্ভর। সেখান থেকে তাদের বেরিয়ে আসা উচিত।’

ময়দান

টেস্ট চলাকালীনই আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় স্টোকসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মদ খেয়ে রাস্তায় মারামারি! জীবনে বিতর্কের কমতি নেই। বাদ পড়েছিলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট দল থেকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে অবশ্য অধিনায়ক হিসেবেই ফিরে আসেন বেন স্টোকস। তবে সেই ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন ইংরেজ ক্রিকেটার। আর কোনও থ্রি লায়ন্সের হয়ে নামবেন না স্টোকস। নটিংহ্যামে ম্যাচ চলাকালীনই ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) স্টোকসের অবসরের কথা ঘোষণা করে দেয়।

২০১১ সালে ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হয় স্টোকসের। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে অ্যাশেজে টেস্ট অভিষেক হয়। ২০২২ সালের এপ্রিলে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের নেতৃত্ব পান। সবমিলিয়ে ৪৪টি ম্যাচে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। খেলেছেন ১২২টি টেস্ট। রান ৭২৪৩। উইকেট ২৪৬টি। এছাড়া স্টোকস খেলেছেন ১১৪টি ওয়ানডে ও ৪৩টি টি-টোয়েন্টি। রান যথাক্রমে ৩৬৪৩ ও ৫৮৩। ২০১৯ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৮৪ রানে অপরাজিত থেকে ইংল্যান্ডকে চ্যাম্পিয়ন করেন। কে ভুলতে পারে স্টোকসের ব্যাটে লেগে চার হওয়ার সেই মুহূর্ত!

অবশেষে থ্রি লায়ন্সের জার্সিতে সফর শেষ হল স্টোকসের। ৩৫ বছর বয়সি স্টোকস চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর আগে সতীর্থদের নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। সেখানে আবেগঘন বক্তব্যে তিনি বলেন, তআমি কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটা পরে বলব। কিন্তু এই দল এবং তোমাদের জন্য আমি বারবার নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি। এবার আমার সামনে শেষ লড়াই করার সুযোগ। আমার শুধু একটাই অনুরোধ, তোমরাও নিজেদের সবটুকু দাও। ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, আমি শুধু চাই মাঠ ছাড়ার সময় যেন মনে হয়, এই দল শেষ দুই দিনে নিজের একশো ভাগ উজাড় করে দিয়েছে। তবে ম্যাচে স্টোকস মাত্র ১৫ রানে আউট হন।

রোয়িং বিশ্বকাপে সোনা ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে লেখা হল নতুন ইতিহাস। দুই সৈনিকের হাত ধরে দেশে এল স্বর্ণপদক। রোয়িং বিশ্বকাপে সোনা জিতলেন লক্ষ্য এবং উজ্জ্বল কুমার সিং। এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় সোনার পদক পেলেন রোয়িং বিশ্বকাপে। এহেন অভাবনীয় সাফল্যে দেশে রোয়িংয়ের জনপ্রিয়তা বাড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সুইজারল্যান্ডের লুসার্নে বসেছিল এবারের রোয়িং বিশ্বকাপের আসর। পুরুষদের লাইটওয়েট ডাবল স্কালস ফাইনালে ওঠে ভারতের লক্ষ্য-উজ্জ্বল জুটি। শনিবার খেতাবি যুদ্ধে দুরন্ত পারফরম্যান্স। একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ব্যবধানে হংকংকে হারিয়ে দেন তাঁরা। ভারতীয় জুটি ফাইনাল শেষ করে ৬ মিনিট ২৬.৯ সেকেন্ডে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা হংকং সময় নিয়েছে ৬ মিনিট ২৭.১৪ সেকেন্ড। তৃতীয় স্থানে থাকা নেদারল্যান্ডস ৬ মিনিট ২৭.৩৬ সেকেন্ড সময় নিয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে এত হাড্ডাহাড্ডি ফাইনাল হয়নি রোয়িং বিশ্বকাপে।

WBEIDC

Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000053, Dated : 17-06-26

Nature of work : Selection of vendor for "Supply, Installation, Testing & Commissioning of New Split AC Machines at Webel WEOL Building.

Due date of Submission : 7 days from publication

Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in

Email – amit.dey@webel-india.com

ICA- T11257(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTICE INVITING E-TENDER

Sub-Divisional Officer, Kaliaghai-Kapaleswari-Baghai Project Sub-Division-No-II invites following tenders from outside Bonafide contractors for works at Sabang. NIT No.: WBIW/SDO/KKBPSD-II/e-NIT-02 of 2026-27 for 02 Nos. Civil Works. Tender forms and other details can be obtained from the Departmental web site **https://iwd.wb.gov.in/etenders** and notices or **https://wbtenders.gov.in** (Direct Site). Last dates of bid submission is on 06.07.2026 up to 17:30 Hrs. Sd/- N.Dey, Sub-Divisional Officer, K.K.B. Project Sub-Division-No-II, Irrigation and Waterways Directorate, Sabang, Paschim Medinipur.

ICA- T11244(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE

e-NIT No. KMDA/EM/EE/ED-II/NIT-03/2026-27

Online tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-II, EM Sector, KMDA, 2nd floor, Block-D, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible agencies/OEM Firms, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Renovation, Upgradation, and Reorientation of the Office of the Executive Engineer (Civil), GPCD (SM), GAP Wing, W&S Sector at Ground Floor, L Block, Unnayan Bhawan, Kolkata–700091----Electrical Works., Rs.2,71,782/-, Rs.5,436/- (Initial), 20 days from the date of firm order, **Last date & time of online tender submission:** 08.07.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-193)**

www.kmda.wb.gov.in

www.wbtenders.gov.in

ICA- T11253(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE

e-NIT No: EE(E/M)SWTP/T-04 of 2026-27

Online two part above/ below percentage premium base e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/SWTP, E/M Sector, KMDA, Thakurbati Street, Serampore, Hooghly-712201, from reliable, resourceful, bonafied and experienced agencies, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money to be deposited, Time of Completion**, Through overhauling & repairing of two nos clarifloculator bridge and rail base foundation work under serampore water treatment Plant, KMDA., Rs.4,77,751/-, Rs.10,000/-, 15 days, **Last date & time of online Tender submission:** 08.07.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-197)**

www.kmda.wb.gov.in

www.wbtenders.gov.in

ICA- T11255(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২৯ জুন ২০২৬ • পেজ ৮

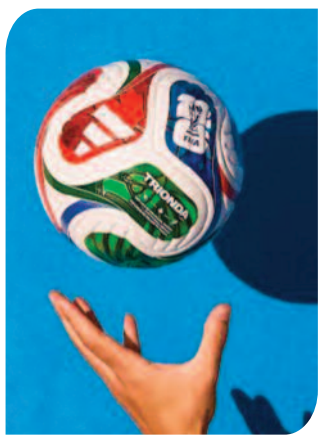

শিগেলা: নতুন এক মৃত্যুদূত

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

করোনাভাইরাস এবং নিপা ভাইরাসের আতঙ্কের পর বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কপালে নতুন চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে একটি নতুন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ যার নাম 'শিগেলোসিস' (Shigellosis)। যে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এই রোগটি ছড়িয়েছে তার নাম শিগেলা।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই কেরলে ষোল বছরের এক কিশোরীর আকস্মিক মৃত্যু শিগেলা সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা চিন্তার জন্ম দেয়। এর মধ্যেই কেরলে শিগেলা সংক্রমণে মোট তিনজনের সংখ্যা মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে কোঝিকোডের একটি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুও রয়েছে। সবচেয়ে আতঙ্কের কারন হলো রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। কেরালাতে অবশ্য এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ নতুন নয়। ২০০৯ সালেও সেখানে তিনশোরও বেশি মানুষ খাদ্যবাহিত শিগেলা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসেও এই রোগের প্রাদুর্ভাবে ১১ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল ।

কেরালায় শিগেলা নতুন করে দেখা দিলেও ব্যাকটেরিয়াটি নতুন নয়। এই গ্রাম-নেগেটিভ, সংক্রামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে প্রতি বছর বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ সংক্রমিত হয়ে থাকেন। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বছর প্রায় ৪৫০, ০০০ মানুষ শিগেলা দ্বারা সংক্রমিত হয়। এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে দ্রুত মৃত্যুর ঘটনা একে জনস্বাস্থ্যের জন্য এক নতুন 'মৃত্যু দূত' হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। মূলত দূষিত জল ও বাসি-পচা খাবারের হাত ধরে এই অদৃশ্য মরণফাঁদ ছড়িয়ে পড়ছে মানবদেহে।

শিগেলা হলো একটি অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া, যেটি মানুষের পরিপাকতন্ত্র এবং অন্ত্রে তীব্র আক্রমণ চালায়। শিগেলার চারটি প্রজাতি রয়েছে -শিগেলা সোনাই,শিগেলা ফ্লেক্সনেরি,শিগেলা বয়েডাই এবং শিগেলা ডিসেন্টেরিয়া। এদের মধ্যে শিগেলা ডিসেন্টেরিয়া সবচেয়ে বেশী প্রাণঘাতক।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে এটি অনেক বেশি বিপজ্জনক কারণ শরীরে রোগ ছড়ানোর জন্য এর খুব সামান্য পরিমাণের (মাত্র ১০ থেকে ১০০টি জীবাণু) উপস্থিতিই যথেষ্ট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ডায়ারিয়াজনিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণই হলো এই শিগেলা। যদিও যেকোনো বয়সের মানুষই এই ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, তবে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা এই রোগের সবচেয়ে বড় শিকার। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এবং দ্রুত শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ায় এটি তাদের জন্য দ্রুত প্রাণঘাতী রূপ নেয়। বড়দের চেয়ে শিশুদের শরীরে কোষের বাইরের জলীয় পদার্থ বা এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড বেশি থাকে। ফলে ডায়রিয়া হলে সহজেই তাদের শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে। শিগেলার কিছু প্রজাতি (যেমন Shigella dysenteriae) এক ধরণের তীব্র টক্সিন বা বিষ তৈরি করে। এটি শিশুদের লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস করে দেয় এবং হঠাৎ কিডনি বিকল করে দিতে পারে। একইভাবে প্রবীণদের ক্ষেত্রেও বয়সজনিত নানা শারীরিক সমস্যার কারণে এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ মারাত্মক হতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন শিগেলা মূলত 'ফিকাল-ওরাল' বা মল-মুখের মাধ্যমে ছড়ায়।

নর্দমা বা সেপটিক ট্যাংকের নোংরা জল কোনোভাবে পানীয় জলের উৎসের সাথে মিশে গেলে বা বাসি, পচা বা খোলা খাবার এবং সঠিকভাবে না ধুয়ে কাঁচা ফলমূল খেলে এই ব্যাকটেরিয়া সহজেই সংক্রমিত হয়। অসুস্থ ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমেও শিগেলার সংক্রমণ ঘটতে পারে।

শিগেলা সংক্রমণের সবচেয়ে বড় বিপদ হল জলশূন্যতা। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও বমির কারণে শরীর থেকে দ্রুত জল বেরিয়ে যায়। ফলে মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, এমনকি গুরুতর ক্ষেত্রে অঙ্গ বিকল হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে। শিগেলা ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করার ১ থেকে ৪ দিনের মধ্যেই সাধারণত এর লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। পেটের ভেতরে প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে ব্যথা শুরু হয়। ক্রমাগত তীব্র ডায়রিয়া এবং মলের সঙ্গে রক্ত ও শ্লেষ্মা নির্গমন হতে থাকে, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে এবং বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া হতে থাকে। ডায়ারিয়া ও বমির কারণে শরীর থেকে দ্রুত জল ও লবণ বেরিয়ে গিয়ে মারাত্মক জলশূন্যতা তৈরি হয়। জ্বর, রক্তমিশ্রিত পায়খানা, প্রবল দুর্বলতা বা জলশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

এখনও পর্যন্ত শিগেলার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়ায় সচেতনতাই এই সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ বলে মনে করছেন চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা।

খাবার খাওয়ার আগে ও খাবার তৈরির সময় এবং শৌচাগার ব্যবহারের পর অন্তত ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কথা বলেছেন তারা। এর সাথে বাসি-পচা ও বাইরের খোলা খাবার পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। পান করার সময়ে এবং রান্নার কাজে সবসময় ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করা জল বা বিশুদ্ধ ফিল্টারের জল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।মাছি শিগেলার জীবাণু বহনের অন্যতম বড় মাধ্যম।

তাই রান্না করা খাবার সবসময় ঢেকে রাখতে হবে। নখের ভেতরের ময়লা থেকেও সহজেই এই জীবাণু পেটে চলে যায়, তাই নিয়মিত নখ কাটার অভ্যাস বজায় রাখা প্রয়োজন।

বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী (Drug-Resistant) শিগেলা স্ট্রেনের উত্থান এই স্বাস্থ্যঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তাই রোগলক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই নিজে থেকে ওষুধ না খেয়ে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং শরীরকে জলশূন্যতা থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। তবে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই এখানে শ্রেষ্ঠ উপায়। নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ এবং সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মতো সাধারণ কিছু অভ্যাসের মাধ্যমেই এই মারাত্মক সংক্রমণ থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরাও।

মেসির বিশ্বরেকর্ড, আর্জেন্টিনার তিনে ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঠে খেলা চলছে, কিন্তু দর্শকের চোখ যেন অন্য কোথাও;একজনের দিকে, যিনি তখনও বেঞ্চে। লিওনেল মেসি।

ফুটবল ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত আছে, যেগুলো পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝানো যায় না। এগুলো গল্প হয়ে থাকে। কিংবদন্তির অংশ হয়ে যায়। ডালাসে আজ সকালে আর্জেন্টিনার ৩,১ গোলের জয়ও এমনই একটি গল্পের ভিতর ঢুকে পড়ল;যেখানে প্রতিপক্ষ জর্ডান, কিন্তু আসল প্রতিপক্ষ ছিল সময়, ইতিহাস, আর 'আর কত দূর?' প্রশ্নটা।

ম্যাচের শুরুতে আর্জেন্টিনা যেন নিজেদের ছায়া নিয়েই খেলছিল। নয়টি পরিবর্তন। প্রথম একাদশ অনেকটাই 'রিজার্ভ বেঞ্চ'। তবু ছন্দের অভাব নেই। ১৯ মিনিটে জিওভান্নি লো সেলসোর বাঁ পায়ের ফ্রি,কিক, একটা বাঁক নেওয়া কবিতা। বলটা দেয়াল পেরিয়ে গোলপোস্টের কোণে ঢুকে গেল এমনভাবে, যেন আগে থেকেই ঠিক করে রাখা ছিল।

তারপর লাওতারো। পেনাল্টি স্পট থেকে ঠান্ডা মাথায় গোল। স্কোরলাইন ২,০। সবকিছুই যেন নিয়ম মেনে এগোচ্ছে। জর্ডান ইতিমধ্যেই বিদায় নিশ্চিত করেছে। ম্যাচটা তাই অনেকটাই আনুষ্ঠানিক।

কিন্তু ফুটবল কখনোই পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক হয় না।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জর্ডানের পাল্টা আঘাত। মুসা আলতামারি গোল করলেন। প্রথমবারের মতো এই বিশ্বকাপে গোল খেলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। গ্যালারিতে এক মুহূর্তের জন্য শব্দ বদলে গেল। যেন কেউ গল্পের ভেতর একটু সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল।

এরপরই আসে সেই মুহূর্ত। ঘণ্টাখানেকের মাথায় বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ান মেসি। স্টেডিয়ামের শব্দ তখন আর শব্দ থাকে না, একটা ঢেউ হয়ে ওঠে। আপনি সেটা শুনতে পারবেন না, শুধু অনুভব করবেন। তিনি মাঠে নামলেন। ধীরে। স্বাভাবিক। যেন জানেন, সময় এখন তার। ৮০ মিনিটে ফ্রি,কিক, দূরত্ব প্রায় ২৫ মিটার। এই দৃশ্যটা আমরা আগে দেখেছি। অসংখ্যবার। তবু প্রতিবারই নতুন লাগে। যেমন পুরনো কোনো প্রিয় গান নতুন করে শুনলে ভালো লাগে।

শট নিলেন তিনি। নিচু, নিখুঁত, হিসেবি। বলটা দেয়াল ঘুরে গোলকিপার ইয়াজিদ আবুলাইলার ভুল আন্দাজকে শাস্তি দিয়ে জালে ঢুকে গেল। এই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা এরই মধ্যে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছে। গ্রুপ জয় নিশ্চিত। নকআউট সামনে। কিন্তু এই ম্যাচটা, এই ৩,১ জয়, শুধু তিন পয়েন্টের হিসাব নয়। এটা একটা বার্তা। কেপ ভার্দের জন্য, পরের প্রতিপক্ষদের জন্য, আর সবচেয়ে বড় কথা;ইতিহাসের জন্য।

কারণ ইতিহাস কখনোই শুধু ফলাফল মনে রাখে না। ইতিহাস মনে রাখে মুহূর্ত। লো সেলসোর ফ্রি, কিক ছিল নিখুঁত। মার্তিনেসের পেনাল্টি ছিল নিশ্চিত। কিন্তু মেসির গোল;এটা ছিল অনিবার্য। যেন এই গল্পে তার নামটা আগেই লেখা ছিল।

অস্ট্রিয়া-আলজেরিয়া ম্যাচ ড্র হতে সময় লাগল ৯৬ মিনিট, বাদ পড়ল ইরান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কানসাস সিটির গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকেরা বুঝতে পারছিলেন, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কী? তা কেউ জানত না। শেষ পর্যন্ত যা ঘটল, তা শুধু একটি ম্যাচ নয়;মহানাটক। আর সেই নাটকের শেষ দৃশ্য লিখল সময়, ৯৬ মিনিটে। অস্ট্রিয়া ৩, আলজেরিয়া ৩। আর দূরে কোথাও, টিভির সামনে বসে ইরান নিঃশব্দে বিদায় নিল। ম্যাচের আগে হিসাব ছিল সহজ। দুই দলেরই সমান ৩ পয়েন্ট। ড্র হলেই দুজনেরই শেষ ৩২ নিশ্চিত। এই সরল সমীকরণই যেন ম্যাচটার ওপর একটা অস্বস্তিকর ছায়া ফেলেছিল। অনেকেই মনে করছিলেন, হয়তো 'সমঝোতার ড্র' হবে, ফুটবলের ইতিহাসে বহুবার দেখা সেই অদৃশ্য চুক্তি। ১৯৮২ সালের 'ডিসগ্রেস অব গিহন'-এর ভূতও যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু মাঠে নামার পর অস্ট্রিয়া ও আলজেরিয়া যেন সেই সন্দেহকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। সমঝোতা নয়, এটা ছিল যুদ্ধ। প্রথম আঘাতটা এল অস্ট্রিয়া থেকে। ২৮ মিনিটে, ম্যাচের প্রথম শট অন টার্গেটেই গোল। ডেভিড আলাবার লম্বা পাস, নিখুঁত তিরের মতো;ছুটে গেল সামনে। মার্কো আরনাউতোভিচ দৌড়ের সময়টুকু এমনভাবে মেপেছিলেন, যেন ঘড়ির কাঁটা তাঁর পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে। প্রথম টাচটা নিখুঁত ছিল না। কিন্তু উসামা বেনবোতের দ্বিধা, এক সেকেন্ডের ভুল আর সেই সুযোগেই বল জালে। গ্যালারি তখনও পুরো গর্জে ওঠেনি, এর মধ্যেই আলজেরিয়া ফিরল। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্ত। রিয়াদ মাহরেজ ডান প্রান্তে বল বাঁচিয়ে রাখলেন। তারপর রফিক বেলগালি। একজন ডিফেন্ডার, কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন তিনি এক শিল্পী। তিনজনকে কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে বাঁ পায়ে এমন এক শট নিলেন, ১-১। একটা ম্যাচ তখন গল্প হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়ার্ধে আবার এগিয়ে যায় অস্ট্রিয়া। ৫৫ মিনিটে কনরাড লামেরের হেড থেকে বল নামল মার্সেল সাবিটসারের সামনে। ১৮ মিটার দূর থেকে প্রথম টাচেই শট, ২-১। কিন্তু এই ম্যাচে 'লিড' মানে কিছুই না। মাত্র পাঁচ মিনিট পর, হুসেম আউয়ার বাঁ দিক দিয়ে দৌড়ালেন। তাঁর পায়ের ছন্দে ছিল মরুভূমির হাওয়া। কাটব্যাক পেয়ে মাহরেজের একটা বাঁকানো শট, যেন ক্যালিগ্রাফির আঁচড়, বল ঢুকে গেল টপ

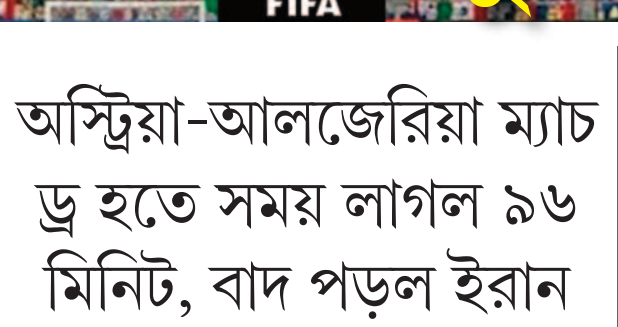

কর্নারে। ২-২। এবার স্টেডিয়ামে অদ্ভুত শব্দ। হুইসেল, গুঞ্জন, কিছু দর্শক বেরিয়ে যাচ্ছেন;ভাবছেন, হয়তো এই ম্যাচ আর এগোবে না। কিন্তু ফুটবল মাঝে মাঝে মানুষের ধারণাকে উপহাস করে। সময় তখন শেষের দিকে। অতিরিক্ত সময়, হঠাৎই বিস্ফোরণ। মাহরেজ গোল করলেন। আলজেরিয়ার অধিনায়ক হাত ছড়িয়ে দৌড়াচ্ছেন। সতীর্থরা তাঁকে ঘিরে ধরছেন। ৩-২। মনে হচ্ছিল, এটাই শেষ দৃশ্য। কিন্তু গল্প তখনো শেষ হয়নি। অস্ট্রিয়া শেষ আক্রমণে উঠল। যেন শেষ ট্রেনটা ধরতে দৌড়াচ্ছে কেউ। বদলি হিসেবে নামা সাসা কালাইজিচ। মাত্র কয়েক সেকেন্ড মাঠে। একটা হেড, বল জালে। ৩-৩। ম্যাচের ঘড়িতে তখন ৯৬ মিনিট।

শেষ ৩২-এ পর্তুগালের প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া, প্রথম জয় ডিআর কঙ্গোর

পর্তুগাল ০
ডিআর কঙ্গো ৩

কলম্বিয়া ০
উজবেকিস্তান ১

লিওনেল মেসি,ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দেখা সহসা হচ্ছে না। আর্জেন্টিনার মতো পর্তুগালও গ্রুপসেরা হলে দুজনের দেখা হতে পারত কোয়ার্টার ফাইনালে। তবে রোনালদোর দল আজ কলম্বিয়ার সঙ্গে ড্র করায় গ্রুপসেরা হতে পারেনি। 'কে' গ্রুপে দ্বিতীয় হওয়ায় পর্তুগালকে এখন রাউন্ড অব থার্টি টুতে খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে। সামনে এগোলে শেষ ষোলোয় মুখোমুখি হবে স্পেনের। রোনালদো,মেসির দেখা হওয়া সম্ভব শুধু ফাইনালে। এ দিকে ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা ডিআর কঙ্গো প্রথমবারের মতো জয় তুলে নকআউটে পৌঁছে গেছে। আফ্রিকান দলটি নবাগত উজবেকিস্তানকে হারিয়েছে ৩,১ গোলে।

কলম্বিয়ার হতাশার ড্র

ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কলম্বিয়া যেভাবে খেলেছে, তাতে জয় না পাওয়াটা হতাশারই। পর্তুগালের মাঝমাঠকে বারবারই নিচে নেমে রক্ষণে মনোযোগ দিতে হয়েছে। 'নাম্বার নাইন' পজিশনে খেলা রোনালদোর কাছে বলের যোগান গেছে কমই। পুরো নব্বই মিনিট খেলে রোনালদো একটাই শট নিতে পেরেছেন, কলম্বিয়ার বক্সে বল স্পর্শ করতে পেরেছেন মোটে দুবার।

বিপরীতে কলম্বিয়ার হামেশ রদ্রিগেজ ৭৬ মিনিট থেকে মাঠে থেকে সুযোগ তৈরি করেছেন পাঁচটি, শটও নিয়েছেন একটি। শুধু রদ্রিগেজই নন, কলম্বিয়ার হয়ে আক্রমণে ঝড় তুলেছেন লুইস দিয়াজ, জন আরিয়াস, জন কর্দোবারাও। সব মিলিয়ে পর্তুগালের ১৩ শটের বিপরীতে কলম্বিয়ার শট ছিল ২৪টি। কিন্তু ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয় যে গোল, সেটিই দল পায়নি। এমনকি যোগ করা সময়ে দাভিনসন সানচেজ বল জালে জড়ালেও ইঞ্চিখানেক ব্যবধানের কারণে অফসাইডে সেটি বাতিল হয়।

তবে জয় না পাওয়ায় হতাশা থাকলেও গ্রুপসেরা হয়েই নকআউটে যাচ্ছে কলম্বিয়া। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট দলটির। রাউন্ড অব থার্টি টুতে কলম্বিয়া খেলবে ঘানার বিপক্ষে। আর ১ জয় ২ ড্রয়ে ৫ পয়েন্ট পাওয়া পর্তুগাল প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে লুকা মদরিচের ক্রোয়েশিয়াকে।

ডিআর কঙ্গোর ইতিহাস

১৯৭৪ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলে তিন ম্যাচেই হেরেছিল ডিআর কঙ্গো। এবার প্রথম ম্যাচে পর্তুগালের সঙ্গে ১,১ ড্র করলেও পরের ম্যাচে কলম্বিয়ার কাছে হেরে গিয়েছিল ১,০ গোলে।

অবশেষে আজ আটলান্টা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে আফ্রিকান দলটি। উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ৩,১ ব্যবধানের এই জয়টি তাদের তুলে দিয়েছে রাউন্ড অব থার্টি টুতে।

ম্যাচের দশম মিনিটে এল্দর শোমুরোদভের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল উজবেকিস্তান। বিরতির পর ৬৮তম মিনিটে ইওয়ান উইসার পেনাল্টি গোলে সমতায় ফেরে ডিআর কঙ্গো। এরপর ৭৮ মিনিটে ফিস্তন মায়েলে আর যোগ করা সময়ে উইসার দ্বিতীয় গোলে বড় জয়ই পায় দলটি। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া উজবেকিস্তান তিন ম্যাচেই হেরে বিদায় নিয়েছে।